1.2

হিতোপদেশ।

বিগ্রহ।

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়
প্রত্নতত্ত্ব বিনোদ
প্রণীত।

* * *

ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেডের
শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

* * *

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ॥০

হিতোপদেশঃ

বিগ্রহঃ

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়
প্রত্নতত্ত্ব বিনোদ
প্রণীত।

ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট লিমিটেডের
শাস্ত্র-প্রকাশ বিভাগ হইতে
প্রকাশিত।

৺কাশীধাম,
ভারতধর্ম্ম প্রেস হইতে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ॥০

ভূমিকা।

আমি যখন বেনারস Queen's কলেজে স্বর্গীয় পণ্ডিত ব্যাচারাম সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট হিতোপদেশের "মিত্রলাভ" পড়ি তখনই সমস্ত হিতোপদেশের পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিবার ইচ্ছা হয়। নানা প্রকার বিঘ্ন বাধায় আমার সে ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। পরে যখন রঙ্গপুরের খ্যাতনামা মহাদানী স্বর্গীয় মহারাজা গোবিন্দলাল রায় মহোদয়ের ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত ছিলাম তখন হিতোপদেশের "মিত্রলাভ" অংশ পদ্যে অনুবাদ করিয়া Text Book Committeeতে দেই। সেই সময় প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত-কুলাগ্রগণ্য স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সুবিখ্যাত বিদ্বান স্বর্গীয় বাবু সারদাচরণ মিত্র ও বঙ্গ দেশের অলঙ্কার মহাপণ্ডিত রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ তদানীন্তন Text Book Committeeর সভ্য ছিলেন। তাঁহারা এবং অন্যান্য অনেক পণ্ডিত ও কৃতবিদ্যগণ আমার পদ্যানুবাদের অত্যন্ত প্রশংসা করেন। পুস্তকখানি Text Book Committee অনুমোদন করেন এবং তাহা ২৪ পরগণা ও মানভূম জেলার প্রাইমারী বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। তাহার পর আমি হিতোপদেশের "সুহৃদ্ভেদ" ও সব শেষে কাশীতে আসিয়া "বিগ্রহ" ও "সন্ধির" অনুবাদ করি এবং কাশীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলীকে দেখাই। সকলেই একবাক্যে যেরূপ প্রশংসা করেন

তাহা মুদ্রিত করিয়া এই পুস্তকের সহিত দিলাম। পূর্ব্বে মিত্রলাভ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ও সংবাদপত্র সকল যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহাও ইহার সহিত দেওয়া হইল। অর্থাভাবে আমি এই পুস্তক কয়েক খণ্ড প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া ভারতপূজ্য প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীমন্মহারাজ জ্ঞানানন্দ স্বামীজী মহোদয়ের নিকট জানাইলে তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত Syndicateএর মুদ্রাযন্ত্রের কর্তৃপক্ষকে এই পুস্তক ছাপাইয়া দিবার আদেশ দেন। স্বামীজী মহারাজ কৃপা না করিলে আমি কিছুতেই এই পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারিতাম না। এই কারণ এই সমগ্র পুস্তক উক্ত করুণাসিন্ধু মহাত্মার শ্রীচরণে উৎসর্গ করিলাম। এখন বঙ্গের কৃতবিদ্য মহাত্মাগণ পুস্তকখানির আদর করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিলে আমি ভবিষ্যতে চিত্র দ্বারা সুশোভিত করিয়া এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিব। ইতি—

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়।

উৎসর্গ পত্র ঃ

জগৎপূজ্য যতীন্দ্র

শ্রীমন্মহারাজ জ্ঞানানন্দ স্বামীজী ঃ

মহাত্মন্ !

ভারতবর্ষের সুপবিত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও এতদ্দেশের সুমার্জ্জিত
নীতি-সমূহ নানা কারণে গ্লানিযুক্ত হইতেছে দেখিয়াই আপনি
যৌবনের প্রারম্ভেই আপনার সোণার সংসার ও স্নেহময়
পুত্র কন্যা সব পরিত্যাগ করিয়া কঠোর "সন্ন্যাস-আশ্রম"
অবলম্বন পূর্ব্বক এদেশের সনাতন ধর্ম্ম ও সুপবিত্র
নীতি সমূহকে
সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। আমি এই বার্দ্ধক্যে আপনার শরণাগত
হইয়া নিজের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে পবিত্র
ও ধন্য করিয়াছি। আমার রচিত
"হিতোপদেশের পদ্যানুবাদ"
আপনার অনুগ্রহেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল তজ্জন্য এই
পুস্তকখানি আপনার শ্রীচরণে
উৎসর্গ
করিলাম।

দাসানুদাসের এই যৎসামান্য উপঢৌকন গ্রহণ করিয়া আমাকে
বাধিত ও অনুগৃহীত করিবেন।

নিবেদন ইতি—

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়।

হিতোপদেশ।

বিগ্রহঃ

সন্দর্ভ সুহৃদ্ভেদ করি সমাপন।
বিষ্ণু শর্ম্মা হৃষ্ট চিত্তে আছেন যখন॥
রাজার তনয়গণ সমীপে তাঁহার।
আসিয়া বিনীতভাবে করে নমস্কার॥
বলে, প্রভো! রমণীয় কথা আপনার।
শুনি পাইলাম সবে আনন্দ অপার॥
আমরা সকলে হই রাজার নন্দন।
বিগ্রহের কথা এবে করিব শ্রবণ॥
অতএব সবিনয়ে করি নিবেদন।
মোদের মনের সাধ মিটান এখন॥
কথা শুনি "তথাস্তু" বলেন মতিমান্।
এখন কুমারগণ হও সাবধান॥
বিগ্রহের কথা এবে করিব বর্ণন।
তাহার প্রথম শ্লোক করহ শ্রবণ॥
ময়ূর মরালগণ বলে সমতুল।
বাধে যবে দুই দলে সমর তুমুল॥
দাগা দিল শেষে সে বায়স দুরাশয়।
তাহাতেই মরালের হয় পরাজয়॥

কহিল কুমারগণ কথা এ কেমন।
পণ্ডিত কহেন সবে করহ শ্রবণ॥
বিখ্যাত কর্পূর দ্বীপ স্থান মনোহর।
পদ্মকেলি নামে যথা আছে সরোবর॥
তথায় মনের সুখে করেন বসতি।
মরাল হিরণ্যগর্ভ শান্ত শুদ্ধমতি॥
জলচর পক্ষী সবে হ'য়ে এক মন।
সেই হংসে রাজপদে করিল বরণ॥
না থাকিলে জনপদে রাজা বিচক্ষণ।
অশান্তি উদ্বেগে দেশ দহে অনুক্ষণ॥
বিশাল বারিধি বক্ষে বিনা কর্ণধার।
তরণী রাখিতে পারে হেন সাধ্য কার॥
একদা প্রভাতকালে সেই সরোবরে।
বিকশিত কমলের পর্য্যঙ্ক উপরে॥
প্রজাপুঞ্জ লয়ে রাজা আছেন যখন।
দীর্ঘমুখ বক তথা করে আগমন॥
রাজ সন্নিধানে আসি করিল সাক্ষাৎ।
সাষ্টাঙ্গে চরণে তাঁর করে প্রণিপাত॥
সাদরে মরাল রাজ করি সম্ভাষণ।
দীর্ঘমুখে ক'ন্ কত মধুর বচন॥
নানা দেশ ভ্রমি এবে এসেছ হেথায়।
নব নব বার্ত্তা সব শুনাও আমায়॥
দীর্ঘমুখ কহে কথা আছে গুরুতর।
সে বার্ত্তা বলিতে আমি এলাম সত্বর॥

জম্বুদ্বীপে বিন্ধ্য নামে আছে গিরিবর।
তথা শিখি চিত্রবর্ণ হন খগেশ্বর ॥
সেই স্থানে দগ্ধারণ্যে বেড়াই যখন।
মো সহ মিলিল তার বহু ভৃত্যগণ ॥
“কে তুমি হে! কোথা হ'তে আসিলে হেথায়?”
এইরূপ প্রশ্ন তারা জিজ্ঞাসে আমায় ॥
প্রশ্নোত্তরে তাহাদিকে কহিনু তখন।
“বিখ্যাত কর্পূর দ্বীপে” আমার ভবন ॥
হংসেন্দ্র হিরণ্যগর্ভ তথা খগেশ্বর।
আমি তাঁর অনুগত আশ্রিত কিঙ্কর ॥
নানা দেশ দেখিবারে বাঞ্ছা অনুক্ষণ।
তাই আমি নানা স্থানে করি পর্য্যটন ॥
আমাদের দেশ তুমি দেখিলে কেমন?
তোমার কেমন দেশ করহ বর্ণন ॥
এ দুই দেশের তুমি শ্রেষ্ঠ বল কারে?
এই সব কথা মোরা সুধাই তোমারে ॥
আমাদের এ দেশের যিনি খগেশ্বর।
যাঁর কীর্ত্তি কথা তুমি শুনেছ বিস্তর ॥
তাঁর সমতুল্য কিহে হংসরাজ তব?
ইহার সমান কিহে তাঁহার বিভব?
এরূপ ভাবের সব প্রশ্ন কত শত।
জিজ্ঞাসি' আমায় তারা করিল বিব্রত ॥
এই সব প্রশ্ন শুনি আমি তার পর।
সাহসে করিয়া ভর দিলাম উত্তর ॥

বলিলাম কিবা কথা কহ পক্ষিগণ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তুলনা কি হয় হে কখন॥
মোদের কর্পূর দ্বীপ ত্রিদিব সমান।
রাজা আমাদের হ'ন ইন্দ্র মূর্ত্তিমান্॥
এ পোড়া মরুর দেশে জলবিন্দু নাই।
অগ্নিতুল্য তপ্ত বায়ু বহিছে সদাই॥
এ পোড়া দেশের মায়া ক'রো নাকো আর।
সঙ্গে এস ল'য়ে যাই স্বদেশে আমার॥
আমার সে কথা শুনি ক্রোধে সবে লাল।
রাগ ভরে মোরে কত দিল গালাগাল॥
পয়ঃপানে ভুজঙ্গের কিবা উপকার?
কেবল গরল মাত্র বেড়ে যায় তার॥
ভাল উপদেশ দিলে মূঢ় দুষ্ট জন।
রেগে উঠে, শান্ত শিষ্ট হয় না কখন॥
সদুপদেশের পাত্র বুদ্ধিমান জন।
অবিদ্বানে উপদেশ দিবে না কখন॥
নির্ব্বোধ বানরে পাখী দিয়ে উপদেশ।
নীড়-ভ্রষ্ট হ'য়ে পায় যাতনা অশেষ॥
হাসিয়া হিরণ্যগর্ভ জিজ্ঞাসে তাহায়।
এটা কি প্রকার কথা শুনাও আমায়॥

উপদেষ্টা পক্ষীদের প্রতি বানরদের অত্যাচার।

প্রশ্ন শুনি দীর্ঘমুখ বলিল তখন।
নর্ম্মদা নদীর তীরে অরণ্য বিজন॥

সে বনে প্রকাণ্ড এক শিমূলের গাছে।
বাসা বাঁধি মহা সুখে বহু পাখী আছে॥
একদা বরিষা কালে জলদের দল।
আচ্ছন্ন করিল আসি গগন মণ্ডল॥
মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়ে অনন্তর।
ভাসে তাহে বনভূমি শৈকত প্রান্তর॥
সে সিমূল বৃক্ষতলে অনেক বানর।
জল সিক্ত, শীতে কম্পান্বিত কলেবর॥
তাদের দুর্দ্দশা দেখি দুঃখিত হৃদয়।
পাখীগণ কপিগণে সম্বোধিয়া কয়॥
কষ্ট দেখি তোমাদের হে বানরগণ।
মহাদুঃখে আমাদের দহিতেছে মন॥
হস্ত পদ সকলি ত আছে বিদ্যমান।
তবু না বাঁধিতে পার নিজ বাসস্থান॥
গরীব বিহঙ্গ মোরা চঞ্চু মাত্র সার।
খড় কুটা আনি নীড় বাঁধি আপনার।
জলে, ঝড়ে, শীতে, গ্রীষ্মে তাহে সুখে থাকি।
আপন শাবক, ডিম্ব সব তাহে রাখি॥
এই সব কথা শুনি বানরের দল।
মহা ক্রোধে সকলেই হইল বিহ্বল॥
"বায়ুর উৎপাত শূন্য নীড় মধ্যে রয়।
সেই হেতু পাখীগণ এত কটু কয়॥
থামুক বায়ুর বেগ, থামুক বর্ষণ।
নীড় নিবাসের সুখ মিটাব তখন॥

এত ভাবি মনে মনে বানরের পাল।
বৃক্ষ তলে চুপ চাপ্ রহে কিছুকাল॥
থামিলে বায়ুর বেগ, বারির বর্ষণ।
হুপ হাপ শব্দে গাছে চড়িল তখন॥
ভাঙ্গি পাখীদের বাসা করে চুরমার।
সমস্ত শাবক ডিম্ব করে ছার খার॥
উপদেশ পাত্র তাই বুদ্ধিমান জন।
অবিদ্বানে উপদেশ দিনে না কখন॥
বকে ডাকি হংস রাজ কহে অতঃপর।
কি কাজ করিল শেষে ময়ূর কিঙ্কর॥
বক কহে পাখীগণ সুধায় আমায়।
"কার অনুগ্রহে হংস রাজ পদ পায়?"
মহা ক্রোধে বলিলাম উত্তরে তাহার।
"ময়ূর খগেশ বল অনুগ্রহে কার?"
আমার এ কথা তারা করিয়া শ্রবণ।
আমারে মারিতে সবে উদ্যত তখন॥
সবিক্রমে আমিও হ'লাম অগ্রসর।
শত্রু সনে রণে বীর কবে করে ডর॥
ক্ষমাই সর্ব্বদা সত্য বীরের ভূষণ।
লজ্জা যথা রমণীর শ্রেষ্ঠ আভরণ॥
কিন্তু পরাভব কাল হ'লে উপস্থিত।
বিক্রম প্রকাশ করা বীরের উচিত॥
ঈষৎ হাসিয়া হংস বলেন তখন।
মন দিয়া শুন এই শাস্ত্রের বচন॥

স্বকীয় শকতি কত শত্রু শক্তি কিবা।
বিধি মতে ইহাদের অন্তর বুঝিবা॥
এই নীতি নাহি যদি করহ পালন।
অরাতি কুলের হর্ষ করিবে বর্দ্ধন॥

(আর এক কথা) দ্বীপি-চর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের গল্প।

দ্বীপিচর্ম্মে স্বীয় দেহ করিয়া আবৃত।
ক্ষেত্রের ফসল গাধা ভক্ষণ করিত॥
কিন্তু কণ্ঠস্বর স্বীয় শুনালে যখন।
ডাকিয়া আনিল মূর্খ আপন মরণ॥
এ কেমন কথা বক শুধায় তাঁহায়।
উত্তরে মরাল রাজ তাহারে শুনায়।
নগর হস্তিনাপুরে সুখে করে বাস॥
লোকের কাপড় কাচে রজক বিলাস।
বহু শ্রমে জীর্ণ শীর্ণ গর্দ্দভ তাহার।
খাটিবার সাধ্য দেহে নাহি তার আর॥
তা দেখি রজক এক করিল ফিকির।
শার্দ্দূলের চর্ম্মে ঢাকি গাধার শরীর॥
চাষীদের খেতে রোজ ছাড়ি দেয় তায়।
মহা সুখে গাধা সে খেতের শস্য খায়॥
যদি বা কখন কেহ তাড়াইতে যায়।
বাঘ ভাবি তারে, তারা ভয়েতে পলায়॥
এইরূপে নিত্য খেয়ে খেতের ফসল।
কালেতে গর্দ্দভ দেহে পায় দিব্য বল॥

চতুর রাখাল এক বুঝিয়া ব্যাপার ।
ধূষর কম্বলে ঢাকি দেহ আপনার ॥
ধনুর্ব্বান হস্তে লয়ে আনত শরীরে ।
প্রবেশ করিল সেই ক্ষেত্রের ভিতরে ॥
মনেতে ভাবিয়া তায় অন্য কোন খর ।
রজকের গাধা হর্ষে হয় অগ্রসর ॥
তাহার বিষম ডাকে পূরিল গগন ।
প্রহারে রাখাল তারে বধিল তখন ॥

পূর্ব্ব প্রবন্ধের কথা ।

পরে বক্ হংস রাজে করি সম্বোধন ।
পূর্ব্ব প্রবন্ধের কথা করিছে বর্ণন ॥
ক্রোধ ভরে পক্ষী সব হইয়া অধীর ।
চঞ্চুর প্রহারে মোরে করিল অস্থির ॥
বলিল "রে বক, তুই দুষ্ট অতিশয় ।
করুণার যোগ্য পাত্র তুই কভু নয় ॥
যে দেশের ভূমে তুমি চর নিরন্তর ।
তাহারই রাজার নিন্দা করিছ বিস্তর ॥
সেই হেতু দণ্ড তব দিব রীতি মত ।
দেখি দেখি দেহে তোর শক্তি আছে কত ॥"
এত বলি সবে মোরে করিল প্রহার ।
ভর্ৎসনার ছলে তারা বলিল আবার ॥
"ওরে মূর্খ! রাজা তোর, মৃদু অতিশয় ।
রাজ্য শাসনের সেত যোগ্য পাত্র নয় ॥

হারায় হাতের ধন মূঢ় যেই জন ।
অসম্ভব তার পক্ষে ধরিত্রি শাসন ॥
কূপের মণ্ডূক, তোর কোন জ্ঞান নাই ।
তাহার শরণ ল'তে কহিতেছ ভাই ॥
ফলচ্ছায়া সমন্বিত মহাবৃক্ষ চয় ।
সেবিতব্য, এই কথা জ্ঞাত বিশ্বময় ।
দৈবাৎ কখন যদি ফল নাহি রয় ।
ছায়ার অভাব তার কদাচ না হয় ॥
কখন হীনের সেবা কর্ত্তব্য ত নয় ।
সদাকাল গ্রহণীয় মহৎ আশ্রয় ॥
দুধও যদি কখন শুঁড়ির হাতে থাকে ।
বারুণি বলিয়া লোকে মনে করে তাকে ॥
ক্ষুদ্রাশ্রয়ে মহাজনও মহত্ত্ব হারায় ।
দর্পণে যেমন ক্ষুদ্র হস্তী মহাকায় ॥
যে মহাত্মা হয় মহাশক্তির আধার ।
কত কার্য্য সিদ্ধ হয় নামে মাত্র তাঁর ॥
মহাশক্তি শশাঙ্কের মহিমার বলে ।
বিপদ্ বিমুক্ত হ'ল শশক সকলে ॥"
আমি সুধালাম বল এ কথা কেমন ।
পাখীরা বলিল "তাহা করহ শ্রবণ" ॥

বুদ্ধিমান শশক ও যূথপতি হস্তীর গল্প ।

(এক সময়)

বৃষ্টির অভাব হেতু যত হস্তীগণ ।
যূথপতি কাছে আসি করে নিবেদন ॥

“অতি ক্ষুদ্র জন্তু যেই তার (ও) কলেবর।
নিমজ্জন উপযোগী নাহি সরোবর ॥
কি করি বলুন মোরা মহাকায়গণ।
কোন্ জলাশয়ে গিয়া করি নিমজ্জন।
তাহা শুনি যূথনাথ কিছু কাল পর।
খুঁজিয়া পাইল এক দিব্য সরোবর ॥
অতঃপর হস্তীগণ মহা হর্ষ ভরে ।
নির্ম্মল সলিলে তার নিত্য স্নান করে ॥
সেই সরসীর তটে বিবর ভিতরে।
গরীব শশক সব সুখে বাস করে ॥
মহাকায় বারণের চরণ প্রহারে।
অসংখ্য খরগোস নিত্য মর্ত্ত্যবাস ছাড়ে ॥
শশক সে শিলীমুখ বুঝিয়া ব্যাপার।
ভাবিল কিরূপে করে প্রতিকার তার ॥
হেন কালে সেই স্থলে শশক বিজয়।
আসিয়া শুনিল তার চিন্তার বিষয় ॥
সম্বোধিয়া শিলীমুখে কহিল বিজয়।
ইহার ব্যবস্থা আমি করিব নিশ্চয় ॥
শশক বিজয় বৃদ্ধ বড় বুদ্ধিমান।
আগে সব বিষয়ের লইল সন্ধান ॥
পরে সে ভাবিল মনে মাতঙ্গজগণ।
স্পর্শ মাত্র নষ্ট করে জীবের জীবন ॥
নিশ্বাসে নিধন করে ভুজঙ্গ সকল।
পালিয়া প্রজায় নাশে ভূপাল প্রবল ॥

হাঁসিতে হাঁসিতে প্রাণ নাশিবে দুর্জ্জন।
এই সব সুচিন্তিত শাস্ত্রের বচন॥
অতঃপর পর্ব্বত উপরি গিয়া চড়ি।
করিকুল পতি সহ বাক্যালাপ করি॥
তদ্রূপ ব্যবস্থা করি শশক বিজয়।
যূথ নাথে সম্বোধিয়া বলে সমুদয়॥
যূথ পতি জিজ্ঞাসিল "কে তুমি কি বল?
কাহার নিকট হ'তে হেথা আসা হলো?"
শশক বিজয় পরে বুঝি অবসর।
বলে "শুন কথা মম কুঞ্জর প্রবর।
চন্দ্র লোক হ'তে হলো মম আগমন।
আমার প্রার্থনা প্রভো, করুন শ্রবণ॥
অদূরে দেখিছ ওই সরসি সুন্দর।
উহার নিয়ন্তা হন দেব শশধর॥
তিনি পাঠালেন মোরে তব সন্নিধানে।
বলিতে বারতা এই আপনার স্থানে॥
সুবিদিত এই কথা অবনী মণ্ডলে।
শশাঙ্কের প্রিয় পশু শশক সকলে॥
সেই হেতু হলো তাঁর নাম শশধর।
শশক সকলে রাখে চন্দ্র সরোবর॥
তোমার যূথের যত মূঢ় করিগণ।
সম্প্রতি তাদিকে করে অতীব পীড়ন॥
যদি শীঘ্র নাহি কর এর প্রতীকার।
জানিহ অচিরে হবে বিপদ তোমার॥

দিবা শেষে সেই দিন সন্ধ্যার সময়।
যুথ নাথে সঙ্গে ল'য়ে শশক বিজয় ॥
দেখাল সরসি নীরে শশাঙ্ক কেমন।
রোষ ভরে অবিরল কাঁপে ঘন ঘন ॥
দেখি যূথ নাথ হলো ত্রস্ত অতিশয়।
নত শিরে নমি চাঁদে সকাতরে কয় ॥
"আমাদের অপরাধ ক্ষম মহারাজ।
মহাভ্রমে জানিবেন হইল একাজ।
ভবিষ্যতে কখনই এরূপ না হবে।
তোমার কিঙ্কর সম করি কুল রবে ॥"
তাই বলি—যে পুরুষ শক্তির আধার।
কত কার্য্য সিদ্ধ হয় নামে মাত্র তাঁর ॥
কহিলাম "কেন বৃথা কর বাক্য ব্যয়।
মম প্রভু পরাক্রমে খ্যাত বিশ্বময় ॥
তুচ্ছ কথা তাঁর পক্ষে রাজ্যের শাসন।
সক্ষম শাসিতে তিনি এ তিন ভুবন ॥"
এ কথায় রুষ্ট হ'য়ে সব পক্ষিগণ।
বলিতে লাগিল মোরে নানা কুবচন ॥
পরে লয়ে গেল মোরে রাজ সন্নিধানে।
শিখিকুল-চূড়ামণি চিত্রবর্ণ স্থানে ॥
তথা গিয়া পূজি সবে রাজার চরণ।
যোড় করে কহে পরে এতেক বচন ॥
"এই দুষ্ট বক তব রাজ্যে চরি খায়।
তব নিন্দা নিত্য তার মুখে শুনা যায় ॥"

বলিলেন "খগপতি এবা কোন জন!
কোন্ দেশ হ'তে এর হেথা আগমন?"
পাখী সবে বলে তার কথার উত্তরে।
"কর্পূর দ্বীপেতে এই বক বাস করে॥
মরাল হিরণ্যগর্ভ অধিপতি তার।
এই দুষ্ট এক জন কিঙ্কর তাহার॥"
মহামন্ত্রী গৃধ্র পরে শুধান আমায়।
"মুখ্যমন্ত্রী বল ত কে তোমার সভায়?"
তদুত্তরে আমি পরে বলিলাম তাঁয়।
"মুখ্য মন্ত্রী চক্রবাক্ 'সুবিজ্ঞ' তথায়॥
সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী বিজ্ঞ মতিমান্।
তিনিই মোদের রাজ্যে অমাত্য প্রধান॥
নহে দ্যুতপানাসক্ত না থাকে ব্যসন।"
গৃধ্র বলিলেন "ঠিক মন্ত্রী সেই জন॥
স্বদেশে জনম যার ধর্ম্মে মতি স্থির।
কুলাচারে জ্ঞান দিব্য প্রশান্ত সুধীর।
উৎকোচ না লয় কভু, বিচারে চতুর।
মন্ত্রজ্ঞ, মধুরভাষী সুবুদ্ধি প্রচুর॥
যুদ্ধ আদি ব্যবহারে বিশেষ অধীত।
ধন ধান্য বর্দ্ধনের কৌশল বিদিত॥
কি স্বদেশে, কি বিদেশে সুখ্যাতি যাহার।
কুলীন, ব্রাহ্মণ যাঁর নাহি ব্যাভিচার॥
রাজ মন্ত্রী হইবার পাত্র সেই জন।
জানিবে এ সব হয় শাস্ত্রের বচন॥"

তার পর শুক, রাজ সন্নিধানে কয়।
"জম্বুদ্বীপাধীন সে কর্পূর দ্বীপ হয়॥"
সে কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন পরে।
"বিক্ষিপ্ত, বালক, নৃপ, সমুদ্ধত নরে॥
অথবা ধনের গর্ব্বে গর্ব্বিত যে জন।
অপ্রাপ্য পাইতে সদা এরা করে মন॥"

(আমি তদুত্তরে বলিলাম)

"আধিপত্য জন্মে যদি মুখের কথায়।
জম্বুদ্বীপ প্রভু বল আমার রাজায়॥"

(শুক বলিল)

"কেমনে হইবে বল নির্ণয় তাহার।"

(আমি বলিলাম)

"সংগ্রামে সম্প্রতি হ'ক মীমাংসা ইহার॥"
হাসিয়া কহেন পরে সেই খগপতি।
"প্রভুরে সংবাদ তুমি পাঠাও সম্প্রতি॥"

(আমি বলিলাম)

"নিজ দূত পাঠান উচিত আপনার।
এখনি করিব আমি কর্ত্তব্য আমার॥"

(রাজা পরে বলিলেন)

"কাহাকে বা দূত করি পাঠাই এখন।
দূত হইবার যোগ্য এই কয় জন॥
গুণী, রাজহিতকারী নির্লোভী চতুর।
ব্রাহ্মণ পর-মর্ম্মজ্ঞ প্রতিভা প্রচুর॥

গৃধ্র পরে বলিলেন করুন শ্রবণ।
দূত হইবার পাত্র আছে বহুজন॥
স্ব স্বামীর উন্নতি কামনা সদা করে।
ধন পাইবার বাঞ্ছা না রাখে অন্তরে॥
আপন স্বভাবে নিত্য থাকে যে অটল।
শিব সঙ্গে স্বকালিমা ছাড়ে না গরল॥
আমাদের পক্ষে শুক যোগ্য দূত হয়।”
রাজা কহিলেন “তাকে পাঠাব নিশ্চয়॥”
শুক বলে “রাজাদেশে যাইব তথায়।
কিন্তু দুষ্ট বক যেন সঙ্গে নাহি যায়॥
কুকার্য্য করিলে খল সাধু শাস্তি পায়।
এরূপ ঘটনা নিত্য দেখি এ ধরায়॥
হরিলে রামের সীতা দুষ্ট দশানন।
জলধি ললাটে ঘটে দারুণ বন্ধন॥
আরও জানা আছে নীতি শাস্ত্রের বচন।
দুষ্ট-সঙ্গ কখন না করিবে সজ্জন॥
খলের সহিত বাস ক’রনা কখন।
খলের সহিত কোথা করো না গমন॥
দুষ্ট বায়সের সঙ্গে নিয়ত থাকায়।
বিনা দোষে বর্ত্তক, মরাল মারা যায়॥”
রাজা সুধালেন শুকে “কথা এ কেমন।”
শুক বলে, “মহারাজ, করুন শ্রবণ॥
উজ্জয়িনী পথে এক প্লক্ষ তরুপরে।
কাক সঙ্গে হংস এক সুখে বাস করে॥

একদিন গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সময় ।
তরুতলে শ্রান্ত পান্থ উপনীত হয় ॥
যতনে রাখিয়া তথা স্বীয় ধনুর্ব্বাণ ।
বিশ্রামের তরে পরে হইল শয়ান ॥
তরু ছায়া অপগত হইল যখন ।
রবিকরে সন্তাপিত পান্থের বদন ॥
দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে আসিয়া মরাল ।
নিজ পক্ষ বিস্তারিয়া করিল আড়াল ॥
শ্রান্ত পান্থ অতঃপর বিকাশি বদন ।
গভীর ঘুমের ঘোরে হলো অচেতন ॥
পক্ষী কুল মধ্যে কাক অতীব দুর্জ্জন ।
পরের সম্পদে দুঃখে দহে তার মন ॥
পথিকের সুখে হ'লো হিংসার উদয় ।
কতই কুভাবে হ'লো ব্যাকুল হৃদয় ॥
দেখিতে দেখিতে তার বদন বিবরে ।
দুর্ম্মতি বায়স আসি বিষ্ঠা ত্যাগ করে ॥
তাহাতে চমকি উঠে পথিক যখন ।
উড়িয়া আকাশে কাক করে পলায়ন ॥
রুষ্ট পান্থ ইতস্ততঃ চারিদিকে চায় ।
হংস ভিন্ন অন্য পাখী দেখে না তথায় ॥
তাহাকেই অপরাধী ভাবি মনে মনে ।
শরাঘাতে শান্ত হংসে বধে সেই ক্ষণে ॥”

আরও শুন

অসৎ কাকের সঙ্গে থাকায় নির্দ্দোষ বাবুই পক্ষীর প্রাণ হারাণর গল্প।

"পক্ষীরাজ গরুড়ের চরণ বন্দন।
করিতে একদা যত বিহঙ্গমগণ॥
দলে দলে আকাশ ছাইয়া উড়ি যায়।
সাগর সমীপে তিনি আছেন যথায়॥
বর্ত্তক আপন বন্ধু বায়সের সনে।
চলেছে তথায় অতি আনন্দিত মনে॥
দধিপূর্ণ পাত্র এক লইয়া মাথায়।
গোপের যুবক এক সেই পথে যায়॥
দধির রাজত শুভ্র বর্ণ মধুময়।
ব্যাকুল করিল সেই বায়স হৃদয়॥
গোপের অজ্ঞাতসারে কত শত বার।
খাইতে লাগিল কাক দধি যে তাহার॥
কিছুকাল পরে সেই ঘোষের তনয়।
শ্রান্ত হ'য়ে তরুতলে লইল আশ্রয়॥
দেখিয়া দধির পাত্র উঠিল শিহরি।
এত দধি কোন দুষ্ট খাইল কি করি॥
উর্দ্ধনেত্রে চেয়ে দেখে এদিক ওদিক।
না পারে জানিতে কিন্তু ব্যাপার সঠিক॥
খাইয়া পাত্রের দই পলায়েছে কাক।
বর্ত্তকের ভাগ্যে এবে ঘটিল বিপাক॥

প্রকৃত দোষীর নাই কোনই সন্ধান।
অবিচারে বধে গোপ বর্ত্তকের প্রাণ॥”
পুনরায় আমি শুকে করি সম্বোধন।
সবিনয়ে বলিলাম এতেক বচন॥
“কেন তুমি অকারণে নিষ্ঠুর ভাষায়।
অবিশ্রান্ত অপমান করিছ আমায়॥
যেই চক্ষে আমি সদা দেখিহে রাজায়।
সেই চক্ষে দেখে থাকি সতত তোমায়॥”
শুক বলে “সত্য তব কথা মিথ্যা নয়।
কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ এই কথা সমুদয়॥
যদিও দুর্জ্জন কহে মধুর বচন।
তথাপি তা শুনি সদা ভয়ে কাঁপে মন॥
বর্ত্তমান ক্ষেত্রে দেখ প্রমাণ তাহার।
তোমার কথায় এই বিগ্রহ ব্যাপার॥”
বক বলে “চিত্রবর্ণ কিছুকাল পরে।
আমায় তুষিল বিধিমত সমাদরে॥
তাহাদের সে দেশের যথা ব্যবহার।
তিলকে শোভিত করে ললাট আমার॥
অতঃপর সসম্মানে করিল বিদায়।
তাঁর শুক মন্ত্রী শীঘ্র আসিবে হেথায়॥
এই সব বার্ত্তা মম করি নিবেদন।
যথোচিত কার্য্য প্রভো! করুন এখন॥”
অতঃপর চক্রবাক রাজায় কহিল।
“সাধ্য মত কার্য্য বক বিদেশে করিল॥

কিন্তু সসম্ভ্রমে প্রভু করি নিবেদন।
মূর্খদের চিরদিন স্বভাবই এমন॥
শতেক স্বকীয় স্বার্থ করে বিসর্জ্জন।
তথাপি না দ্বন্দ্ব করে বুদ্ধিমান জন॥
কিন্তু নির্ব্বোধের এই বিশেষ লক্ষণ।
অকারণে বিসম্বাদ করে অনুক্ষণ॥”
তদুত্তরে হংসরাজ বলেন তখন।
“গতানুশোচনে বল কিবা প্রয়োজন॥
তোমরা সকলে মিলি পণ করি প্রাণ।
বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের কর অনুষ্ঠান॥”
চক্রবাক তদুত্তরে বিনীত বচনে।
আসিয়া বলিল শীঘ্র রাজার সদনে॥
“প্রভু সন্নিধানে যাহা কর্ত্তব্য আমার।
অন্তরে বাসনা করি নিভৃতে বলার॥
হেতু তার সুবিদিত এ সংসারময়।
নীতি তত্ত্ববিদ্‌গণ এক মতে কয়॥
আকার, ইঙ্গিত, বর্ণে অথবা চেষ্টায়।
নেত্র বক্ত্র বিকারে বা মুখের কথায়॥
লোকের মনের ভাব বুঝে মতিমান্।
তাই মন্ত্রণার যোগ্য জনশূন্য স্থান॥”
এ কথা বলিল যদি অমাত্য প্রধান।
সভা ত্যজি সকলেই করিল প্রস্থান॥
রাজা আর রাজ মন্ত্রী রহিল তথায়।
ক্ষণপরে মন্ত্রীবর বলিলেন তাঁয়॥

"স্বপক্ষের কোন এক অনুগত জন।
বকেরে করিয়া হাত বাধাল এ রণ॥
বৈদ্যের লাভের হেতু হয় রুগ্ন জন।
ব্যসনী মনিবে তুষ্ট কিঙ্করের মন॥
মূর্খজন বিদ্বানের যোগায় আহার।
দ্বঁদে লোক অর্থাগম বাড়ায় রাজার॥"

রাজা বলিলেন

"বিষয়ের হেতু হবে পরে নিরূপণ।
কর্ত্তব্য যা হয় তাহা করহ এখন॥"
মন্ত্রী চক্রবাক্ পরে করে নিবেদন।
"শীঘ্র করি সেই রাজ্যে প্রনিধি প্রেরণ॥
সে রাজার কার্য্যাকার্য্য আর ধন জন।
জানা আমাদের পক্ষে বড় প্রয়োজন॥
স্বকীয় বা পরকীয় রাজ্য বিবরণ।
কি প্রকার ধনৈশ্বর্য্য কার্য্য বা কেমন॥
জানিবার জন্য চর চক্ষু সম হয়।
চরহীন মহীপতি অন্ধ সুনিশ্চয়॥
দ্বিতীয় বিশ্বাসী দূত সঙ্গে যাবে তার।
সে আসিয়া দিবে হেথা সব সমাচার॥
তীর্থ কিম্বা দেবস্থানে করি অবস্থান।
বিপক্ষ রাজার সব লইবে সন্ধান॥
এই নীতি প্রচলিত সব দেশ ময়।
ইহার অন্যথা করা উচিত না হয়॥
জলে স্থলে যেই অনায়াসে আসে যায়।
চর হইবার যোগ্য পাত্র বলি তায়॥

আমাদের পক্ষে বক করুক গমন।
সঙ্গীরূপে অন্য বকে করুক গ্রহণ॥
যারা এই চরেদের আত্মীয় স্বজন।
রাজদ্বারে রাখা হউক তাদিকে এখন॥
এ কার্য্যও করা হো'ক অতি সংগোপনে।
রাষ্ট্র হয় কথা যাহা শুনে ছয় জনে॥
মন্ত্র ভেদে রাজাদের যে অনিষ্ট হয়।
সেই ভুল শোধনের উপায় না রয়॥"
কহিলেন হংসরাজ কিছু কাল পর।
"ভাগ্যবশে পাইয়াছি আমি ভাল চর॥"
শুনি মন্ত্রী বলিলেন "নাহিক সংশয়।
এ বিগ্রহে মহারাজা লভিবেন জয়॥"
অনন্তর প্রতিহারী রাজার সদনে।
প্রবেশিয়া নিবেদিল বিনীত বচনে॥
"জম্বুদ্বীপ হ'তে শুক মন্ত্রী মহাশয়।
আসি দ্বারে উপস্থিত, কি আদেশ হয়?"
প্রতিহারী মুখে রাজা শুনি সমাচার।
কটাক্ষেতে চাহে ত্বরা মন্ত্রী পানে তাঁর॥
চক্রবাক দ্বার পানে করি সম্বোধন।
এই সব কথা তারে কহিল তখন॥
"শুকে লয়ে যাও এবে তাহার বাসায়।
অবসর মত পরে ডাকিব তাঁহায়॥"
রাজার আদেশ দ্বারী করিয়া শ্রবণ।
শুকে ল'য়ে তার বাসে করিল গমন॥

এদিকেতে হংসরাজ মন্ত্রী প্রতি কন।
"এখন ত দেখিতেছি বেধে গেল রণ॥"
কথার উত্তরে তাঁর কহে মন্ত্রীবর।
"অবিচারে যে অমাত্য বাধায় সমর॥
স্বরাজ্য ত্যাগের সদা করে উপদেশ।
নিন্দিত সে মন্ত্রী তার নাহি বুদ্ধিলেশ॥
কি হয়, কি হয় রণে জয় পরাজয়।
উভয় পক্ষেরই তাহা নাহিক নিশ্চয়॥
অতঃপর যুদ্ধ করি লভিব বিজয়।
এ দুরাশা মনে যেন না হয় উদয়॥
মধুর বচনে কিম্বা ধন দান করি।
স্ববশে আনিতে পার যে তোমার অরি॥
অথবা যদ্যপি তব হয় প্রয়োজন।
ভেদের উপায়ে কর স্বকার্য্য সাধন॥
সংগ্রামে করিতে কিন্তু অরাতি দমন।
অন্তরে বাসনা কিন্তু করো না কখন॥
এ জীবনে কখন যে করে নাই রণ।
সেই ভাবে বীর নাই তাহার মতন॥
অপরের শৌর্য্য বীর্য্য দেখেনি যে জন।
মদগর্ব্বে সদা স্ফীত হয় তার মন॥
মানুষে যে শিলা খণ্ড উঠাতে না পারে।
কাষ্ঠ যন্ত্র দিয়া কিন্তু উঠায় তাহারে॥
সহজ উপায়ে মহাকার্য্য সিদ্ধ হয়।
মন্ত্রণার ফল ইহা জানিবে নিশ্চয়॥

বর্ত্তমানে বিগ্রহ যখন উপস্থিত।
এখন করহ তার উপায় বিহিত ॥
সময়ের সমুদ্গমে যথা কৃষি ফলে।
নীতি ফলে তার যেই নীতি পথে চলে ॥
বিপদের হেতু যতদিন দূরে থাকে ॥
বিজ্ঞজন ততদিন ভয় করে তাকে ॥
কিন্তু সমীপস্থ হ'লে ভয়ের কারণ।
স্বীয় শৌর্য্যে শীঘ্র তারে করিবে বারণ ॥
বিপদে অস্থির নহে মতিমান জন।
ধীর ভাবে করে কিন্তু উপায় চিন্তন ॥
ধৈর্য্য ত্যাগে সিদ্ধি লাভ না হয় কখন।
সেই হেতু ধৈর্য্য কভু ক'রো না বর্জ্জন ॥
আগেই গরম হওয়া কভু ভাল নয়।
তাহাতে সকল কার্য্য শীঘ্র নষ্ট হয় ॥
অচল অটল কিন্তু শীতল সলিল।
করে না কি শীঘ্র তার বুনেদ শিথিল ?
শিথি রাজ চিত্র বর্ণ মহাবলবান।
সর্ব্বত্র সকলে করে তাঁর যশোগান ॥
বলীর সহিত যুদ্ধ বিহিত না হয়।
বিনাশ তাহাতে, তার নাহিক সংশয় ॥
হস্তী সহ যদি কভু নরে করে রণ।
হয় না কি তাতে তার নিশ্চয় মরণ ?
অবসর না বুঝিয়া সংগ্রাম যে করে।
পক্ষোদ্গমে পিপিড়ার মত সেই মরে ॥

কূর্ম্মের সঙ্কোচ গুণ করিয়া গ্রহণ।
শত্রুর প্রহার সহে মতিমান জন॥
সময় আসিলে পুনঃ গর্জ্জি সর্পসম।
দেখাবে সংসার ময় আপন বিক্রম॥
উপায়জ্ঞ নীতিবিদ্ পুরুষ সত্তম।
বুদ্ধিবলে বড়কেও নাশিতে সক্ষম॥
প্রবাহ প্রভাবে নদী করি দরশন।
তৃণ তুল্য তরুবরে করে উন্মূলন॥
অতএব অরাতির দূতে এ সময়।
আশ্বাসিয়া রাখাই উচিত জ্ঞান হয়॥
ততদিন এ পক্ষের দুর্গ সংগঠন।
হওয়াই বিচারে মম বড় প্রয়োজন॥
কারণ প্রাকারস্থিত একমাত্র বীর।
বাহিরের শত বীরে করিবে অস্থির॥
দুর্গ হ'তে শত বীর করে যদি রণ।
বাহিরে বিপন্ন হ'বে দশ শত জন॥
সে কারণ যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদগণ।
দুর্গের গৌরব-গীত গান অনুক্ষণ॥
অশেষ দুর্গতি তার দুর্গ নাই যার।
পদে পদে সে নৃপের হয় তিরস্কার॥
পোতচ্যুত হ'লে লোক হ'য়ে নিরুপায়।
অকূল পাথারে যথা ভেসে চ'লে যায়॥
দুর্গ হীন নৃপতির দুঃখ সে প্রকার।
কখনই বিপদের অন্ত নাই তাঁর॥

গহন অরণ্য কিম্বা প্রান্তর উষর।
নদী, হ্রদ, কিম্বা অতি উন্নত ভূধর ॥
ইহাদের সন্নিকটে নৃপ মতিমান্।
মনোমত দুর্গ নিজ করিবে নির্ম্মাণ ॥
সুদীর্ঘ বিস্তীর্ণ হবে দুর্গের সংস্থান।
সর্ব্বদা প্রচুর শস্য রবে বিদ্যমান ॥
আগম নিগম পথ, সলিল, ইন্ধন।
এদের অভাব তাহে না হবে কখন ॥
এ সাত সামগ্রী হয় দুর্গের সম্পদ।
তাদের অভাবে নিত্য ঘটিবে বিপদ ॥
রাজা কহিলেন—মন্ত্রী, এখন কাহায়।
দুর্গ নির্ম্মানের জন্য স্থির করা যায় ॥
চক্রবাক বলে প্রভু করুণ শ্রবণ।
যে কার্য্য করিতে হয় কুশল যে জন ॥
তাহাকেই দিতে হয় সেই কার্য্য ভার।
নীতিজ্ঞ জনের নিত্য এই ব্যবহার ॥
সারসকে ডাকাইয়া রাজা অতঃপর।
দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য কহেন সত্বর ॥
সারস কহিল দেব, কোন চিন্তা নাই।
আমাদের দুর্গ ওই সরসি সদাই ॥
সরসির মধ্যে যেই দ্বীপ বিদ্যমান।
তাহাতেই করা হউক দ্রব্য সংস্থান ॥
সকল সংগ্রহ হ'তে ধান্যের সঞ্চয়।
বিজ্ঞের বিচারে দেব, অত্যুৎকৃষ্ট হয় ॥

বহুমূল্য রত্ন দিলে বদন বিবরে।
কখন তাহাতে নাহি ক্ষুধা শান্ত করে ॥
রস শ্রেষ্ঠ এ সংসারে বিশুদ্ধ লবণ।
খাইতে গোময় তুল্য আলুণ ব্যঞ্জন ॥
কথা শুনি হংস রাজ বলেন তখন।
যাও গিয়া সবে মিলি কর আয়োজন ॥
কর যোড়ে প্রতিহারী আসি এ সময়।
রাজ সন্নিধানে বলে করিয়া বিনয় ॥
সিংহল হইতে আসি লয়ে পরিবার ॥
মেঘবর্ণ কাক আছে দ্বারে আপনার ॥
আসি করে ভবদীয় চরণ বন্দন।
বুঝিলাম বায়সের এইরূপ মন ॥
যে আদেশ হয় গিয়া জানাই তাহায়।
এখন বলুন প্রভো কিবা অভিপ্রায় ॥
রাজা বলিলেন বেশ জানা আছে মম।
নাহিক বহুজ্ঞ পক্ষী বায়সের সম ॥
বড়ই চতুর সে দেখিবে চারিদিক।
তাহাকে স্বপক্ষে রাখা আমি বলি ঠিক ॥
চক্রবাক বলে কাক পাখী স্থলচর।
মিলিবে শত্রুর সনে মনে এই ডর ॥
আত্ম পক্ষ ছাড়ি যেই পর পক্ষে যায়।
নীল শৃগালের মত জীবন হারায় ॥
রাজা বলিলেন বল কথা এ কেমন।
চক্র বাক বলে প্রভু করি নিবেদন ॥

নীলবর্ণ শৃগালের গল্প।

নগর উপান্তে এক জম্বুক নধর।
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিতেছিল প্রফুল্ল অন্তর॥
হঠাৎ পড়িয়া গেল নীলের নাঁদায়।
গোলা নীল ছিল তায় কাণায় কাণায়॥
উঠিবার চেষ্টা সে করিল বহুবার।
কিছুতেই ইষ্ট সিদ্ধ হইল না তার॥
হতাশ হইয়া প্রাণে শৃগাল তখন।
পড়িয়া রহিল তথা মড়ার মতন॥
প্রভাত হইলে আসি মালিক তথায়।
নাদা হ'তে মৃত কল্প শৃগালে উঠায়॥
শরীরে দেখিয়া তার মড়ার লক্ষণ।
বনে তারে ফেলাইয়া দিল সে তখন॥
অতঃপর জম্বুক বুঝিয়া অবসর।
প্রবেশ করিল গিয়া অরণ্য ভিতর॥
তথা স্বীয় শরীরের অপূর্ব্ব বরণ।
দেখি শৃগালের হ'ল বিচলিত মন॥
নির্জ্জনে বসিয়া সে ভাবিল মনে মনে।
এখন বুঝায়ে দেখি আত্মীয় স্বজনে॥
এ উত্তম বর্ণ প্রাপ্তি হইল যখন।
অবস্থার সমুন্নতি হইবে তখন॥
অতঃপর ডাকি আনি আত্মীয় সকলে।
সম্বোধি মধুর বাক্যে ধীরে ধীরে বলে॥
"মম প্রতি বনদেবী প্রসন্না হইয়া।
করিল শরীর সিক্ত সর্ব্বৌষধী দিয়া॥

অদ্য হ'তে বনরাজ্য শাসনের ভার।
লভিয়াছি আমি শুন আদেশে তাঁহার ॥
এ রাজ্যের আজ হ'তে শাসন রক্ষণ।
আমার আদেশে হবে জান সর্ব্বজন ॥
বর্ণের ভরং তার করি দরশন।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত অতি যত পশুগণ ॥
এক মতে এক বাক্যে সকলেই বলে।
কিঙ্করের তুল্য প্রভু জানুন সকলে ॥
যে আদেশ আপনার হবে আজ হ'তে।
পালন করিব মোরা সবে এক মতে ॥
রাজ্য শাসনের যশ সত্বর তাহার।
সমস্ত অরণ্য মাঝে হইল প্রচার ॥
ক্রমে সিংহ ব্যাঘ্র আদি শ্রেষ্ঠ পশুগণ।
আসি রাজসভা শোভা করিল বর্দ্ধন ॥
প্রথমে রাজার যত জাত ভাইগণ।
যত্ন যেই করেছিল করি প্রাণপণ ॥
রাজ্যের উন্নতি হয় সেই সে কারণে।
একথা রাজার কিন্তু না রহিল মনে ॥
মাতঙ্গ, শার্দ্দূল, সিংহ, সদা মন্ত্রী যার।
শৃগালে কি অনুরাগ থাকে সে রাজার।
ক্ষণ যায়, দিন যায়, মাস সম্বৎর।
অরণ্য রাজ্যের বাড়ে সম্পদ বিস্তর ॥
সিংহ, ব্যাঘ্র, মাতঙ্গের বাড়িল সম্মান।
শৃগালের ভাগ্যে কিন্তু নিত্য অপমান ॥

পেলেন রাজত্ব যিনি দেবতার বরে।
কুঞ্জর, কেশরী, ব্যাঘ্র, যার সেবা করে॥
জঘন্য জম্বুক জাতি তাঁহার স্বজন।
এ কথা ভাবিতে গেলে পুড়ে যায় মন॥
সরমে সভায় রাজা তুলেনা বদন।
দারুণ দুঃখেতে তার ব্যাকুলিত মন॥
কিছুকাল এইরূপ মনঃকষ্টে যায়।
ক্রমে সে দরবার হ'তে শৃগালে তাড়ায়॥
তাড়িত হইয়া যত শৃগালের দল।
দারুণ নৈরাশ্যে, দুঃখে হইল বিকল॥
চতুর জম্বুক এক বুঝিয়া ব্যাপার।
সকলে লইয়া এক করিল দরবার॥
সে সভায় সকলে সে করি সম্বোধন।
বলিল সকলে শুন আমার বচন॥
বর্ণের ভরঙ্গে ভুলি ব্যাঘ্র সিংহগণ।
রাজা বলি মান্য তারে করিছে এখন॥
যখনি জানিবে তারা এ রাজা শৃগাল।
তখনি এ বনেশের ভাঙ্গিবে কপাল॥
তাই বলি, একদিন সকলে সন্ধ্যায়।
একত্রে হাজীর হই রাজার সভায়॥
প্রত্যহ প্রকৃতি বশে যথা ক'রে থাকি।
সেরূপ তথায় গিয়া প্রাণ খুলে ডাকি॥
স্বজাতির ডাক রাজা করিয়া শ্রবণ।
মহানন্দে মুক্ত কণ্ঠে ডাকিবে তখন॥

তাতে কি বুঝিতে বাকী থাকিবেক আর।
কে তাদের রাজা কি বা জাতি হয় তার॥
যেই কথা সেই কাজ করিল সকলে।
সন্ধ্যায় দরবারে সবে গেল দলে দলে॥
মহা রবে সবে তথা গগন ফাটায়।
রাজাও সে রব শুনি ডাকে উভরায়॥
ব্যাপার দেখিয়া ব্যাঘ্র বুঝিল তখন।
শৃগালের চতুরতা অদ্ভুত কেমন।
ভীষণ গর্জ্জিয়া ক্রোধে তখনি তথায়।
ধূর্ত্ত জম্বুকের মাথা চিবাইয়া খায়॥
যার যে স্বভাব তাহা সহজে না যায়।
কুকুর হলেও রাজা পাদুকা সে খায়॥
তাই বলি আত্ম পক্ষ ছাড়ে যেই জন।
নীল শৃগালের মত হারায় জীবন॥
রাজা বলিলেন তব কথা সমীচীন।
কিন্তু এ বায়স দেখ বিত্ত বন্ধু হীন॥
এসেছে আমার কাছে পাইতে আশ্রয়।
তাহাতে বঞ্চিত করা উচিত কি হয়?
তাদের সকলে কর আশ্রয় প্রদান।
করহ সত্বর তার বিহিত বিধান॥
চক্রবাক বলে প্রভো করুন শ্রবণ।
বাহিরে গিয়াছে মম গুপ্ত চরগণ॥
শেষ হ'ল দুর্গ সজ্জা এতদিন পরে।
এখন ডাকুন সেই শুক মন্ত্রীবরে॥

চানক্যের চক্রে দূত প্রকাশ্য দরবারে।
প্রবেশ করিয়া মহারাজ নন্দে মারে॥
স্বপক্ষের লোক সব সদা সাবধানে।
ঘেরিয়া রহিবে নৃপে নিজ নিজ স্থানে॥
দূর হতে শুক মন্ত্রী রাজায় ভেটিবে।
যা কিছু বক্তব্য তার সমস্ত কহিবে॥
এরূপ ব্যবস্থা সব হইবার পর।
সভায় আনিতে শুকে কন নৃপবর॥
তখন আসিয়া শুক বসি নিজাসনে।
উন্নত করিয়া গ্রীবা গর্ব্বিত বচনে॥
বলিল "হিরণ্যগর্ভ রাজ রাজেশ্বর।
চিত্রবর্ণ, আজ্ঞা দেন তোমার উপর॥
ধন ও প্রাণের সাধ রাখ যদি মনে।
প্রণত হইয়া পড় তাঁহার চরণে।
তা যদি না কর, তবে রাজ্য পরিহরি।
স্থানান্তরে চলে তুমি যাও ত্বরা করি॥
এই কথা শুনি ক্রোধে রক্তিম নয়ন।
কহিলেন রাজা সবে করি সম্বোধন॥
নাহি কি এমন লোক সভায় আমার।
গলে হস্ত দিয়া এরে করে দেয় বার॥
মহাক্রোধে মেঘবর্ণ উঠিয়া তখন।
যোড় করে কহে নৃপে করি সম্বোধন॥
যদ্যপি কিঙ্কর প্রতি তব আজ্ঞা হয়।
দুষ্ট শুকে পাঠাইয়া দেই যমালয়॥

সুবোধ সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী মধুর বচনে।
নানা মতে বুঝাইল তাঁদের দুজনে॥

সর্ব্বজ্ঞ মন্ত্রী বলিল।

যে সভায় বৃদ্ধ নাই সে ত সভা নয়।
ধর্ম্ম যার নাই তারে বৃদ্ধ নাহি কয়॥
সত্য যাতে নাই তাহা কভু ধর্ম্ম নহে।
সে ত সত্য নয় যাহা ছল যুক্ত রহে॥
দূতই ত হইতেছে রাজার বদন।
তাই না বধিবে তারে হলেও যবন॥
বধিতে তাহারে তোল অসি খরধার।
বচনে বৈষম্য কভু না ঘটিবে তার॥
দূত বাক্যে কমে না ত আমার সম্মান।
অথবা বাড়ে না তাহে বিপক্ষের মান॥
নিজেকে অবধ্য জানি সব দূতগণ।
নির্ভয়ে সকল কথা কয়ে আলাপন॥
কাক ও মরাল রাজ প্রকৃতস্থ হ'লে।
সভা হ'তে উঠি শুক মন্ত্রী গেল চ'লে॥
নানাবিধ কণক ভূষণ দিয়া তায়।
চক্রবাক মন্ত্রী তাকে করিল বিদায়॥
নিজদেশ বিন্ধ্যাচলে হ'য়ে উপনীত।
রাজার সদনে শুক হ'লে উপস্থিত॥
রাজা সুধালেন তাঁরে শুনাও খবর।
কেমন সে দেশ তার কেমন ঈশ্বর॥

শুক বলে, মহারাজ, হেন শক্তি নাই।
সে দেশের সব কথা প্রভুকে শুনাই॥
স্বর্গতুল্য মনোহর সে কর্পূর দেশ।
তাহার ঈশ্বর যেন সাক্ষাৎ সুরেশ॥
সংক্ষেপে সংবাদ করিলাম নিবেদন।
যা হয় কর্ত্তব্য তাহা করুন এখন॥
অতঃপর লয়ে শ্রেষ্ঠ সচীব সকলে।
মন্ত্রণা করেন রাজা বসিয়া বিরলে॥
বলিলেন উপস্থিত বিগ্রহ সময়।
এ পক্ষের কোন কার্য্য যুক্তি যুক্ত হয়?
অবশ্য কর্ত্তব্য যুদ্ধ নাহিক সংশয়।
যেহেতু সকল শাস্ত্রে এক বাক্যে কয়॥
অসন্তুষ্ট হ'লে পরে দ্বিজ নষ্ট হয়।
সন্তুষ্ট হইলে নষ্ট ভূপ সমুদয়॥
সলজ্জা হইলে নষ্টা গণিকার দল।
নির্লজ্জায় নষ্টা কুল কামিনী সকল॥
দূরদর্শী নাম গৃধ্র আসি সে সময়।
মহারাজ সন্নিধানে সবিনয়ে কয়॥
হে রাজন, বিনা উপযুক্ত অবসর।
যুদ্ধ জন্য কখনই হবে না তৎপর॥
মিত্র মন্ত্রী আর স্বীয় আত্মীয় স্বজন।
মঙ্গল সাধন জন্য প্রস্তুত যখন॥
বিপক্ষের অমঙ্গল সাধনে তৎপর।
তখনি যুদ্ধের জান শুভ অবসর॥

বিগ্রহের পরিণামে জানিবে যখন।
প্রচুর হইবে লাভ ভূমি মিত্র ধন॥
তখনই যুদ্ধ করা উচিত নিশ্চয়।
এক বাক্যে নীতি শাস্ত্রে এই কথা কয়॥
স্বীয় মন্ত্রীবরে রাজা করি সম্বোধন।
বলিলেন তাঁরে তিনি এ সব বচন॥
প্রথমে পরীক্ষা কর মম সৈন্য বল।
দেখ তারা কতদূর স্বকার্য্য কুশল॥
পরে এক উপযুক্ত জ্যোতিষী ডাকিয়া।
শুভ লগ্ন তার কাছে লইবে জানিয়া॥
মন্ত্রী পরে তদুত্তরে করে নিবেদন।
যুদ্ধ যাত্রা উপযুক্ত নয় ত এখন॥
বিপক্ষের কিবা বল না জানি যে জন।
সহসা তাহার সঙ্গে করে গিয়া রণ॥
খরধার খড়্গের উপরি পড়ি যায়।
বিষম ফাঁপরে পড়ি পরাণ হারায়॥
রাজা বলিলেন মন্ত্রী করহ শ্রবণ।
আমার উৎসাহ ভঙ্গ করোনা কখন॥
সম্প্রতি বলহ তুমি বিজিগীষু জন।
কি ভাবে অপর দেশ করে আক্রমণ॥
মন্ত্রী বলিলেন প্রভো! শুনুন এখন।
সবিস্তারে সে বিষয় করিব বর্ণন॥
কিন্তু বিনা অনুষ্ঠান জানিবেন তার।
ফল লাভ করা বড় দুষ্কর ব্যাপার॥

ঔষধির জ্ঞানে মাত্র রোগীর যেমন।
আরোগ্য বা শান্তিলাভ ঘটেনা কখন॥
সেইরূপ শাস্ত্রে মাত্র যদি থাকে জ্ঞান।
কিবা ফলোদয় তায় বিনা অনুষ্ঠান॥
যেখানে যেখানে নদ নদী বিদ্যমান।
অরণ্য পর্ব্বতাকীর্ণ কিম্বা যেই স্থান॥
সে সকল ভয়স্থানে থাকে যেন মনে।
ব্যুহ বাঁধি সেনাপতি যাবে সৈন্য সনে॥
সেনাপতি পুরোভাগে সঙ্গে বীরদল।
মধ্যে ধন রত্ন, নৃপ, রমণী সকল॥
হীনবল সৈন্যগণে রাখি মধ্য স্থানে।
অগ্রসর হবে নিত্য যুদ্ধ অভিযানে॥
বাম ও দক্ষিণ পাশে তুরঙ্গ থাকিবে।
তার পাশে রথ আদি যতনে রাখিবে॥
রাখিবে রথের পাশে কুঞ্জর সকলে।
কুঞ্জরের পাশে রাখ পদাতিক দলে॥
পঙ্ক বা পর্ব্বতাকীর্ণ অসমান স্থানে।
যাতায়াত করিবেক সদা হস্তীযানে॥
সমতল ভূমে যেন অশ্বযানে যায়।
জলপথে যাতায়াত করিবে নৌকায়॥
প্রশস্ত প্রাবৃট কালে কুঞ্জর বাহন।
অন্যকালে উপযোগী তুরঙ্গমগণ॥
কিবা শীত কিবা গ্রীষ্ম সকল সময়।
পদব্রজে যাতায়াত উপযুক্ত হয়॥

পর্ব্বত উপরে কিম্বা আশঙ্কার স্থানে।
আপন রাজায় রাখ মহাসাবধানে॥
স্বসেনায় সুরক্ষিত হলেও রাজার।
নিশাকালে প্রয়োজন যোগীর নিদ্রার॥
বিধিমতে কর নাশ শত্রুকে তোমার।
গড় তার ভাঙ্গ ডেরা কর ছারখার॥
অপরের দেশে যাত্রা করিবে যখন।
আগে পরিস্কৃত কর তথাকার বন॥
নৃপের খাজনা আর ধন রত্ন যত।
মজুদ রাজার কাছে রাখিবে সতত॥
অর্থ বিনা কভু না রাজত্ব শোভা পায়।
অর্থহীন রাজার রাজত্ব রাখা দায়॥
সেনা মধ্যে যে সকলে জানিবে প্রধান।
তাদিকে তোষিবে সদা ধন করি দান॥
পাইলে প্রচুর অর্থ বল কোন জন।
মহানন্দে নাহি করে প্রাণ বিসর্জ্জন?
লোকের দাসত্ব লোক করেনা কখন।
ধনের দাসত্ব মাত্র করে সর্ব্বজন॥
মানবের যত দেখি লাঘব গৌরব।
সম্পদের তারতম্যে ঘটেছে সে সব॥
মিলিয়া মিশিয়া সবে করিবেক রণ।
অপরে রাখিবে এক করিয়া যতন॥
সেনা মধ্যে দুর্ব্বল দেখিবে যে সকলে।
তাদিকে রাখিবে সদা ব্যূহ মধ্যস্থলে॥

পুরোভাগে রাখি রাজা পদাতিকগণে।
প্রবৃত্ত হবেন পরে বৈরীসহ রণে॥
বিপক্ষের রাজ্য তারা করিবে বেষ্টন।
অবসর বুঝি তাহা করিবে লুণ্ঠন॥
সমতল ভূমে সৈন্য তুরঙ্গ উপরে।
অরাতির সঙ্গে সদা যুঝিবে সমরে॥
জলময় স্থানে সদা তরণি উপর।
অথবা মাতঙ্গ পৃষ্ঠে করিবে সমর॥
বৃক্ষ গুল্ম সমাবৃত স্থান সমুদয়ে।
সৈন্যগণ যুঝিবেক ধনুর্ব্বান লয়ে॥
যেই থানে দেখিবেক অবন্ধুর স্থান।
যুঝিবেক সৈন্যলয়ে চর্ম্ম ও কৃপাণ॥
অন্নজল কাষ্ঠ আদি বৈর অধিকারে।
যা দেখিবে সব ত্বরা দিবে ছার খারে॥
তড়াগ তটিনী আর প্রাচীর প্রাকার।
এ সব অক্ষুণ্ণ কভু রাখিবে না তার॥
যখনি বুঝিবে তুমি প্রশস্ত সময়।
এ সবে বিনষ্ট ত্বরা করিবে নিশ্চয়॥
সেনা বলে বিদ্যমান অঙ্গ চতুষ্টয়।
হস্তী, রথ, পদাতিক, তুরঙ্গম চয়॥
ইহাদের মধ্যে জানি হস্তীই প্রধান।
অষ্টবিধ—শস্ত্র তার দেহে বিদ্যমান॥ *

---

* চার পা, দুই দাঁত, এক শুঁড়, ও এক পুচ্ছ।

সৈন্য মধ্যে অশ্ব যেন জঙ্গম প্রাকার ।
সে রাজার রণে জয় বহু অশ্ব যাঁর ॥
সগর্ব্বে তুরঙ্গে চড়ি যেই করে রণ ।
না পারে জিনিতে তারে দিবৌকসগণ ॥
দূরস্থিত বৈরী তার হস্তামলক প্রায় ।
আয়ত্ত করিবে তাকে যখন সে চায় ॥
মুখ্য কর্ম্ম যুদ্ধকালে স্বপক্ষ রক্ষণ ।
পথ পরিস্কৃত রাখে পদাতিকগণ ॥
স্বভাবতঃ শূর সেই শাস্ত্রে সুকুশল ।
অবিরক্ত, কষ্টসহ, আপদে অটল ॥
সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ সৈন্য ক্ষত্রিয়ের প্রায় ।
নীতিবিদ্‌গণের নিকট শোনা যায় ॥
নিজ প্রভু যে সৈন্যের বাড়ান সম্মান ।
সে যেমন করে রণ পণ করি প্রাণ ॥
তেমন সমর সে ত করে না কখন ।
যদি পায়, হে রাজন্! স্বর্ণ শত মন ॥
স্বল্প সৈন্য হউক কিন্তু গুণে শ্রেষ্ঠ চাই ।
মুণ্ড মণ্ডলীর কোন প্রয়োজন নাই ॥
ভীরুগণ রণে ভঙ্গ দিবে যেই ক্ষণ ।
ভয়াকুল হ’য়ে পড়ে শূরবীরগণ ॥
অপ্রসন্ন হ’লে নৃপ সৈন্যের উপরে ।
প্রাপ্য পুরস্কার দিতে প্রবঞ্চনা করে ॥
একবার রাজা যাহা করেন অর্পণ ।
পুনরায় তাহা তিনি করিলে গ্রহণ ॥

উপযুক্ত কালে সৈন্যে না দিয়া বেতন।
আজিকালি করি করে সময় ক্ষেপন॥
সৈন্যদের মধ্যে যদি ঘটে মনান্তর।
প্রতিকার যদি তার না হয় সত্বর॥
এই সব হেতুতেই, হে নৃপ নিশ্চয়।
অনুরাগ শূন্য হয় সৈন্যের হৃদয়॥
জিনিয়া শত্রুকে রাজা জয় যদি চান।
বলিতেছি এই তার প্রধান সন্ধান॥
পরম সুখেতে রাখি স্বীয় সৈন্যগণে॥
শ্রমক্লিষ্ট বৈরী বলে আকর্ষিবে রণে।
বৈরীর যে ভাই বেটা তারা ভিন্ন আর।
কে করিবে গুপ্ত কথা পরকাশ তার॥
বিবিধ কৌশল বলে, নানা প্রযতনে।
ঘটাইবে ঘর ভেদ স্বজনে স্বজনে॥
ভাঙ্গিতে পারিবে যবে তাহাদের মন।
স্বপক্ষে সকলে টানি লইবে তখন॥
রাজার যে বড় বেটা মিল তার সনে।
অথবা মন্ত্রীর সঙ্গে মিলহ গোপনে॥
ইহাদের সঙ্গে তুমি মিলিয়া সত্বর।
নিশ্চিন্ত নৃপের কর ব্যাকুল অন্তর॥
বিপক্ষ রাজায় করি রণে পরাজয়।
কথন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত না হয়॥
তাহার সাহায্যকারী মিত্র যারা রয়।
জীবনান্ত তাহাদের করিবে নিশ্চয়॥

অথবা সকলে ক্রমে করিয়া বন্ধন।
নাশিবে অবশ্য শীঘ্র তাদের জীবন॥
বিপক্ষের দেশ হ'তে আনি প্রজাগণে।
স্বদেশে বসাও সবে পরম যতনে॥
রাখ সমাদরে সবে, কর ধন দান।
প্রয়োজন মত দাও সকলে সম্মান॥
এইরূপ অনুষ্ঠানে জানিবে নিশ্চয়।
ভবিষ্যতে লাভ তব হবে অভ্যুদয়॥
শুনিয়া সকল কথা খগেশ তখন।
কহিলেন মন্ত্রীবরে করি সম্বোধন॥
বহু বাক্য ব্যয়ে বল কিবা ফলোদয়।
সংক্ষেপে এইমাত্র বুঝিলেই হয়॥
যাহাতে হইতে পারে স্বীয় অভ্যুদয়।
অরাতি কুলের যাতে অমঙ্গল হয়॥
নীতি বিশারদ করে এই অনুষ্ঠান।
এই দুই মাত্র নীতি আছে বিদ্যমান॥

মন্ত্রী বলিলেন —

এক উশৃঙ্খল অন্য নীতিমান হয়।
কেমনে এ উভয়ের হবে সমন্বয়॥
প্রফুল্ল চাঁদিনী আর ঘোর অন্ধকার।
একস্থানে বিদ্যমান থাকে কি প্রকার?
তাই বলি এসংসারে মতিমান জন।
বিশুদ্ধ নীতির নিত্য লইবে শরণ॥

অতঃপর খগেশ্বর করি গাত্রোত্থান।
শুভ লগ্নে যুদ্ধ জন্য করিল প্রস্থান॥
শিখিরাজ সন্নিধান হ'তে ফিরি চর।
হিরণ্যগর্ভের কাছে আসিল তৎপর॥
বলিল সে সবিনয়ে রাজ সন্নিধানে।
আসিছেন চিত্রবর্ণ সংগ্রাম কারণে॥
মলয় পর্ব্বত শিরে ল'য়ে সৈন্যগণ।
আরাম কারণে তিনি আছেন এখন॥
অতএব সবে মোরা করি প্রাণ পণ।
সম্প্রতি করিব রাজ দুর্গ সংশোধন॥
সে দরবারে মন্ত্রী গৃধ্র অতি সুচতুর।
প্রাণপণে হিত করে আপন প্রভুর॥
গৃধ্রের বিশ্বস্ত আছে বন্ধু এক জন।
তাহার নিকট আমি করেছি শ্রবণ॥
তাহার বিশ্বস্ত অতি এক গুপ্ত চর।
পূর্ব্ব হ'তে আছে এই দুর্গের ভিতর॥
অতিদুষ্ট অকৃতজ্ঞ সেই গুপ্তচর।
মহানিষ্ট করিবেক বুঝি অবসর॥

চক্রবাক বলিল

"কাক সেই গুপ্তচর অনুমান হয়।
রাজা কন্ তব বাক্য সমীচীন নয়॥
যদ্যপি যথার্থ হ'ত বচন তোমার।
শুকে অপমান করা সম্ভব কি তার?

আর এক কথা মম হ'তেছে স্মরণ।
হেথায় যে দিন শুক করে আগমন॥
সেইদিন হ'তে কাক বিগ্রহ ব্যাপারে।
উৎসাহিত নিরন্তর করিছে আমারে॥
বহুদিন হ'তে সে ল'য়ে পরিবার।
মহা সুখে রহিয়াছে আশ্রয়ে আমার॥
মন্ত্রী বলে অকস্মাৎ আগত যে জন।
নিরন্তর হয় সেই শঙ্কার কারণ॥
রাজা কন্ আমি জানি সমাগত জন।
প্রভুর প্রভূত হিত করেছে সাধন॥
হিতকারী অরাতিকে বন্ধু ব'লে মানি।
অমঙ্গলকারী মিত্রে শত্রু ব'লে জানি॥
নিজ দেহ সমুৎপন্ন ব্যাধি সমুদয়।
শরীরের বল, কত গ্লানিকর হয়॥
কিন্তু বনজাত যত ওষধি নিচয়।
দূর করে দেহজ সে ব্যাধি সমুদয়॥

মহারাজ শূদ্রক ও বীরবলের গল্প।

শূদ্রক নামেতে এক ছিল মহীপাল।
ভৃত্য তার বীরবল থাকি অল্পকাল॥
আপন প্রভুর হিত করিতে সাধন।
অম্লান বদনে পুত্রে দিল বিসর্জ্জন॥
জিজ্ঞাসিল চক্রবাক কথা এ কেমন।
রন্দেন মরালরাজ করহ শ্রবণ॥

শূদ্রক রাজার দিব্য প্রমোদ কানন ।
অতীব সুন্দর যেন ভূতলে নন্দন ॥
তার মধ্যে আছে তার ক্রীড়া সরোবর ।
কমল কহ্লারপূর্ণ অতি মনোহর ॥
নামেতে কর্পূর কেলি মরাল তথায় ।
থাকিত পরম সুখে লইয়া কন্যায় ॥
কর্পূর মঞ্জরী নাম মরাল কন্যার ।
সৌন্দর্য্য বর্ণন তার অসাধ্য আমার ॥
রূপে মুগ্ধ হ'য়ে তার প্রেম লাভ তরে ।
যৌবনেতে থাকিতাম সেই সরোবরে ॥
একদিন রাজ দ্বারে উপস্থিত হয় ।
বীরবল নামে এক রাজার তনয় ॥
কন্ তিনি দ্বারপালে করি সম্বোধন ।
এসেছি বিদেশী আমি রাজার নন্দন ॥
রাজার সেবায় কিছু করি উপার্জ্জন ।
তাঁহার আশ্রয়ে বাঞ্ছা, কাটাই জীবন ॥
আমার সংবাদ গিয়া তাঁর কাছে বল ।
অথবা নিকটে তাঁর মোরে নিয়ে চল ॥
অবিলম্বে লাভ করি নৃপের দর্শন ।
তাঁহার সমীপে সব করে নিবেদন ॥
বলে যদি কর মোরে কিঙ্কর তোমার ।
ধার্য্য করি দাও আগে বেতন আমার ॥
রাজা কন্ বল তুমি কি বেতন চাও ।

বীরবল বলিল।

পঞ্চশত স্বর্ণমুদ্রা মোরে নিত্য দাও॥
রাজা কন্ এত বৃত্তি দিব যে তোমায়।
তোমার কি আছে আগে শুনাও আমায়॥
বীর বলে এক খড়্গ আর বাহু দ্বয়।
এই ত সামগ্রী মম রাজা মহাশয়॥

রাজা বলিলেন।

"অযুক্ত প্রস্তাব তব হইতেছে জ্ঞান।
কথা শুনি বীরবল করিল প্রস্থান॥
অতঃপর যত সব রাজ মন্ত্রীগণ।
রাজার নিকটে আসি করে নিবেদন॥
হে রাজন! আলোচনা করিনু সবাই।
এ লোকের কিবা গুণ তাহা দেখা চাই॥
অবশ্যই এই বীর কিছু গুণ ধরে।
তাহাতেই এতাধিক ধন দাবী করে॥
যাহা হউক দেখা যাউক রাখি চারিদিন।
কথা তার মিথ্যা কিম্বা হয় সমীচীন॥
নরপতি শুনি সব মন্ত্রীর বচন।
বীরবলে ডাকাইয়া পাঠান তখন।
সে আসিলে হস্তে তার রাখিলেন পান॥
পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা করেন প্রদান॥
লুকায়ে লুকায়ে সে শূদ্রক নৃপবর।
সদা তার কার্য্য প্রতি রাখেন নজর॥

মুদ্রাসহ বীরবল আসি বাসস্থান ।
দেব দ্বিজে বেতনার্দ্ধ করিল প্রদান ॥
অবশিষ্টে সন্তোষিয়া দীন দুঃখী জন ।
যাহা বাঁচে সারে তাহে বিলাস ভোজন ॥
এই সব নিত্য কর্ম্ম সম্পাদন করি ।
রাজ দ্বারে রহে সদা হস্তে খড়্গ ধরি ॥
যখন নৃপতি করিতেন অভিপ্রায় ।
তখনি যাইত বীর আপন বাসায় ॥
কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী নিশা অন্ধকার ।
শায়িত আছেন নৃপ কক্ষে আপনার ॥
হেনকালে নরনাথ করেন শ্রবণ ।
কে যেন কাতর কণ্ঠে করিছে ক্রন্দন ॥
তাহা শুনি উচ্চ কণ্ঠে করেন আহ্বান ।
"সিংহ দ্বারে জাগিতেছ কোন্ দ্বারবান্ ?
সবিনয়ে বীরবল বলিল তাঁহারে ।
আমি, বীরবল, প্রভো, আছি সিংহ দ্বারে ॥
রাজা বলিলেন "দেখ কে করে ক্রন্দন ॥
"যে আজ্ঞা" বলিয়া বীর করিল গমন ।
অতঃপর নরপতি করেন বিচার ।
এ ত দেখি সূচী ভেদ্য ঘোর অন্ধকার ॥
যেমন তেমন লোক বীরবল নয় ।
সেও ত স্বয়ং হয় রাজার তনয় ॥
এই ঘোর অন্ধকারে পাঠালাম তারে ।
সঙ্গত হ'লনা কাজ আমার বিচারে ॥

এই ভাবি জানিবারে এটা কি ব্যাপার।
খড়্গ ল'য়ে পিছে পিছে গেলেন তাহার॥
দ্রুতপদে বীরবল করিয়া গমন।
অদূরে অপূর্ব্ব দৃশ্য করে দরশন॥
পরম রূপসী এক যুবতী ললনা।
দেহ ভরা মতি, মণি হীরার গহনা॥
উজ্জলা হ'য়েছে চারিদিক রূপে তাঁর।
ফুকারি, ফুকারি, সে কাঁদিছে বারবার॥
তাঁহার নিকটে বীর করিয়া গমন।
সুধায় "কে তুমি? কেন করিছ ক্রন্দন॥
রমণী কহিল "আমি শূদ্রক রাজার।
রাজলক্ষ্মী আছিলাম আশ্রয়ে তাঁহার।
বহুকাল, কিন্তু আমি থাকিবনা আর॥
অদ্যই অন্যত্র আমি করিব গমন।
মনের দুঃখেতে তাই করিছি ক্রন্দন॥
বীরবল বলে মাগো কিসের কারণ।
এ রাজায় ছাড়ি আজ্ করিবে গমন॥
বিগুণ হইলে গ্রহ শান্তি থাকে তার।
বিপদ হইলে মাতঃ থাকে প্রতিকার॥
এ অপায়ে নিস্তারের উপায় কি নাই।
কৃপা করি বল মাগো তোমারে শুধাই॥

রূপসী কন্যা বলিল।

দেবী বলিলেন, বৎস, করহ শ্রবণ।
এক পুত্র আছে তব বত্রিশ লক্ষণ॥

সর্ব্বমঙ্গলার চিত্ত বিনোদন তরে।
উৎসর্গ করহ যদি পুত্র শক্তিধরে॥
তাহ'লে কখন নাহি ছাড়িব এ স্থান।
এই কথা বলি দেবী হন অন্তর্দ্ধান॥
অতঃপর গেল বীর আপনার ঘরে।
জাগায় পত্নীরে আর পুত্র শক্তিধরে॥
শুনাইল তাহাদিকে সব বিবরণ।
মহানন্দে শক্তিধর করিল শ্রবণ॥
হর্ষে হ'য়ে গদগদ করিল উত্তর।
কেবা ধন্য মম সম অবনি উপর॥
প্রভুর বিশাল রাজ্য করিতে রক্ষণ।
তুচ্ছ এ জীবন যদি হয় প্রয়োজন॥
এখনি উৎসর্গ আমি করিতেছি তায়।
মঙ্গলা মন্দিরে চল লইয়া আমায়॥
সাধিতে পরের হিত সদা সাধুজন।
আপন জীবন ধন দেন বিসর্জ্জন॥
এক দিন অবশ্য বিনাশ হবে যার।
সতের নিমিত্ত ভাল উৎসর্গ তাহার॥
ব্যাপার বুঝিয়া শক্তিধরের জননী।
সকলের সম্মুখেতে বলিল তখনি॥
এ সময়ে না করিলে হেন অনুষ্ঠান।
উচ্চ বেতনের কিসে হবে প্রতিদান॥
এই বলি সকলেই উঠিল তখন।
মঙ্গলা মন্দিরে তারা করিল গমন॥

বিধি মতে বীরবল পূজা করি মার।
বলিল বিজয় হউক শূদ্রক রাজার॥
এই উপহার মাতঃ করহ গ্রহণ।
এই বলি পুত্র মুণ্ড করিল ছেদন॥
তারপর বীরবল ভাবে মনে মন।
উচ্চ বেতনের হ'ল নিষ্ক্রয় সাধন॥
পুত্র হীন অধমের জঘন্য জীবন।
রাখিবার দেখি না ত কোন প্রয়োজন।
এত বলি করি সেই খড়্গ উত্তোলন।
স্বহস্তে আপন মুণ্ড করিল ছেদন॥
শোকে বীরবল পত্নী অধীরা তখন।
খড়্গাঘাতে স্বীয় শির করিলা ছেদন॥
এই সব দেখি শুনি শূদ্রক ভূপতি।
ভয়ে ও বিস্ময়ে হন ব্যাকুলিত অতি॥
ভাবিলেন মম সম ক্ষুদ্র জন্তু কত।
মরিছে, বাঁচিছে ভবে দেখি অবিরত॥
কিন্তু এ সংসারে এই বীরের সমান।
হয় না হবে না কেহ, এই মম জ্ঞান॥
এ মহাপুরুষ মোরে ত্যজিল যখন।
তখন জীবনে মম কিবা প্রয়োজন॥
এই ভাবি স্বীয় মুণ্ড করিতে ছেদন।
স্বহস্তে করেন সেই খড়্গ উত্তোলন।
অমনি মঙ্গলাদেবী আসিয়া তথায়।
ধরিয়া রাজার হাত বলেন তাঁহায়॥

ক্ষান্ত হও বৎস, ত্যজ খড়্গ তীক্ষ্ণ ধার।
প্রসন্না হ'য়েছি ভৃত্যবাৎসল্যে তোমার॥
আমার প্রসাদে তব রাজ্য নৃপবর।
অক্ষুণ্ণ রহিবে তব দেহান্তের পর॥
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি দেবীরে তখন।
কর যোড়ে মহীপাল বলেন বচন॥
কি হবে রাজত্বে দেবী, কি হবে জীবনে।
ছাড়ি যদি এই সব অনুগত জনে॥
প্রসন্না যদ্যপি হও, হে বিশ্ব জননী।
মন্ত্রী পুত্র বীরবলে বাঁচান আপনি॥
নতুবা নিজের মুণ্ড করিব ছেদন।
তব সন্নিধানে মম এই নিবেদন॥
রাজার এ সব কথা করিয়া শ্রবণ।
ভূপালে ভবানী দেবী বলেন তখন॥
আশ্রিত বাৎসল্য তব দেখি নৃপবর।
মহা হর্ষে পরিপূর্ণ আমার অন্তর॥
যাও, বীরবল তার পুত্র পরিবার।
জীবন পাইবে পুনঃ আদেশে আমার॥
এই কথা বলি দেবী হ'ন অন্তর্দ্ধান।
রাজাও গোপনে তাঁর অন্তঃপুরে যান॥
পরদিন প্রাতঃকালে শূদ্রক নৃপতি।
সিংহ দ্বারে আসি কন বীরবল প্রতি॥
বিগত নিশীথে যেই শুনেছি ক্রন্দন।
বাসনা তাহার বার্ত্তা করিব শ্রবণ॥

কে সে? কাহার নারী? কোথায় বা থাকে?
কেন বা কাঁদিতে ছিল শুনাও আমাকে ॥
বীরবল বলে প্রভু, দেখিয়া আমায় ।
সে নারী অদৃশ্য হ'য়ে পলাল কোথায় ॥
তাহার সম্বন্ধে আর অন্য বার্ত্তা নাই ।
সবিনয়ে নরনাথ, এ কথা জানাই ॥
আশ্চর্য্য হইল নৃপ শুনিয়া উত্তর ।
কি মহাপ্রাণ এই পুরুষ প্রবর!
উদার প্রকৃতি লোক মিষ্ট কথা কয় ।
বীর যারা নিত্য তারা নির্ম্মৎসর হয় ॥
দাতা যে সে কুপাত্রে করে না কভু দান ।
নির্দ্দয় না হয় তারা যারা মহা প্রাণ ॥
যে সকলে সবে বলে অতি সুলক্ষণ ।
প্রত্যক্ষ এ পুরুষে তা করি দরশন ॥
প্রাতে রাজা মহা সভা করিয়া আহ্বান ।
করিলেন বীর বীরবল গুণ গান ॥
অতঃপর কর্ণাটের রাজ সিংহাসনে ।
বসালেন বীরবলে পরম যতনে ॥

মন্ত্রী বলে ।

বিদেশী হ'লেই সে-ত দুষ্ট নাহি হয় ।
তার মধ্যে উত্তমাদি আছে শ্রেণী ত্রয় ॥
তুষিতে আপন প্রভু নৃপতির মন ।
অকার্য্যকে ভাল কার্য্য বলে যেই জন ॥

কভু ত উত্তম মন্ত্রী বলি না তাহায় ।
ব্যথিত করার ভয়ে সে নাশে রাজায় ॥
বৈদ্য আর গুরু, মন্ত্রী, সদা দেখা যায় ।
এরা যদি রাজ্ঞ বাক্যে দিয়ে যায় সায় ॥
ধর্ম্ম, ধন, স্বাস্থ্য, ভূমি জানিও নিশ্চয় ।
সে ভূপের অতি শীঘ্র হইবেক ক্ষয় ॥
পুণ্য বলে এক জন যেই নিধি পায় ।
অকৃতি মনুষ্য যদি তাহা পেতে চায় ॥
পদে পদে পরমাদ হইবেক তার ।
নিধি লোভে বধি ভিক্ষু যথা ক্ষৌরিকার ॥
রাজা সুধালেন বল এ কথা কেমন ।
মন্ত্রী বলে মহারাজ করুন শ্রবণ ॥

নাপিতের ভিখারী বধের গল্প ।

অযোধ্যা নগরে, ক্ষত্রী বাস করে,
চূড়ামণি তার নাম ।
বড় ক্লেশ ক'রে, পূজিলা শঙ্করে,
ধন পায় মনস্কাম ॥
হ'লে পাপ ক্ষয়, শঙ্কর সদয়,
হ'লেন তাঁহার প্রতি ।
স্বপন আবেশে, শঙ্কর আদেশে,
দেখা দেন যক্ষ পতি ॥
সেই নিশি ভোরে স্বপনের ঘোরে,
ক্ষত্রীয় শুনিতে পায় ॥

আসিয়া শিয়রে, শ্রবণ বিবরে,
কে যেন বলিছে তায়।
গেলে বিভাবরী, ক্ষৌর শেষ করি,
লগুড় লইয়া হাতে ॥
চুপ চাপ ক’রে, জন শূন্য ঘরে,
রবে তুমি আজ প্রাতে।
দেখিবে যখন, ভিক্ষু এক জন,
প্রবেশিছে তব দ্বারে ॥
হইয়া নিদয়, কঠিন হৃদয়,
নিশ্চয় বধিবে তারে।
দেখিবে অচিরে, তাহার শরীরে,
সোনার কলস হবে ॥
ল’য়ে সেই ধন, তুমি আজীবন,
পরম সুখেতে রবে।
সেই দিন প্রাতে, ক্ষত্রী হাতে হাতে,
লভিল আদিষ্ট ধন ॥
ভূপতির প্রায়, দিন কেটে যায়,
লইয়া আপন জন।
নাপিত যে ছিল, ব্যাপার দেখিল,
ভাবিল আপন মনে ॥
এই ত উপায়, নিধি যাতে পায়,
দেখিলাম শুভক্ষণে।
লাঠি লয়ে হাতে, প্রতিদিন প্রাতে,
নাপিত নির্জ্জনে রয় ॥

দেখিলে ভিখারী, লগুড়ের বাড়ী,
পাঠাইবে যমালয়।
একদা দৈবাৎ, হইলে প্রভাত,
ভিখারী দেখিতে পায়॥
নাপিত দুর্জ্জন, সত্বর তখন,
মারিয়া ফেলিল তায়।
হত্যার কারণ, রাজ দূতগণ
আসিয়া ধরিল তারে॥
ধর্ম্মাধিকরণে, বিচারকগণে,
শূলে দিয়ে তারে মারে।

রাজা বলিলেন।

যদি আলোচনা করি পুরাণ বিষয়।
আমাদের তাতে বল কিবা ফলোদয়॥
সম্প্রতি যাহারা হেথা করে আগমন।
কেমনে জানিব তারা খল কি সজ্জন॥
যেতে দেও অন্য কথা, দেখহ এখন।
এ সময়ে আমাদের কিবা প্রয়োজন॥
এসেছেন চিত্রবর্ণ মলয় শিখরে।
কি করা উচিত এবে বলহ সত্বরে॥
মন্ত্রী বলে দূত মুখে করেছি শ্রবণ।
চিত্রবর্ণ মানে নাই মন্ত্রীর বচন॥
সম্প্রতি সমরে যদি সে আহূত হয়।
সে মূর্খের পরাজয় হবে সুনিশ্চয়॥

কারণ কহেন যত নীতিবিদ্‌গণ।
লুব্ধ, ক্রুর, ভীরু ও অলস যেই জন॥
মূর্খ, মন্ত্রী অবমন্তা, কিম্বা শঠ হয়।
সুখচ্ছেদ্য শত্রু সেই জানিবে নিশ্চয়॥
এখন যদ্যপি তায় করি আক্রমণ।
নিশ্চয় বিজয় লাভ হইবে রাজন॥
যতকাল বিপক্ষের অনীকিনিগণ।
রাজ দুর্গদ্বার নাহি করে আক্রমণ॥
ততকাল গিরি, নদী, বনের আশ্রয়ে।
নিযুক্ত রহিব মোরা শত্রু সৈন্য ক্ষয়ে॥
বরি সেনাপতিপদে সারসে এখন।
সত্বর পাঠান হউক করিবারে রণ॥
সমর বিদ্যায় যত সুপণ্ডিত জন।
তাঁরা সবে এক বাক্যে এইরূপ কন॥
দীর্ঘপথ পর্য্যটনে ক্লান্ত অতিশয়।
অরণ্যাদ্রি বন নদী চতুর্দ্দিক ময়॥
ঘোর অগ্নিভয় ত্রস্তা ক্ষুধায় কাতর।
পিপাসায় জল পাওয়া যখন দুষ্কর॥
প্রমত্ত আসব পানে অতি বিশৃঙ্খল।
ভোজনে আসক্ত বড় অন্তর বিকল॥
দুর্ভিক্ষের হেতু যবে ভোজন না হয়।
গণণায় মুষ্টিমেয় না থাকে আশ্রয়॥
ঝড় বৃষ্টি নিরন্তর শান্তি মাত্র নাই।
কীচড়, কর্দ্দম, বালি, কাঁটা, ঝোঁপ, ছাই॥

জঞ্জালেতে পরিপূর্ণ যবে সব ঠাঁই।
এই সব মহাপদে মহিপালগণ।
অবিলম্বে শত্রু সৈন্য করি আক্রমণ॥
করিবেক তাহাদের নিধন সাধন।
আর এক কথা মনে পড়ে পুনরায়।
জাগরণ ক্লান্ত সৈন্যে যবে দেখা যায়॥
দিবাভাগে আছে ঘোর নিদ্রায় মগন।
তখন তাদিকে গিয়ে কর আক্রমণ॥
সারসাদি সেনাপতি করিয়া গমন।
চিত্রবর্ণ সৈন্যে সবে করে আক্রমণ॥
সেই যুদ্ধে বিপক্ষের বহু সৈন্য মরে।
বহু যোদ্ধা সেনাপতি তনুত্যাগ করে॥
এ বিষম বিপদে বিষণ্ণ নৃপবর।
দূরদর্শী মন্ত্রী কাছে কাঁদিল বিস্তর॥
"কিবা অবিনয় তাত, দেখিলে আমার।
কেন নাই মম সহ বাক্য ব্যবহার॥
মম প্রতি কেন তব অশ্রদ্ধা এমন।
আমি কি করেছি তব আদেশ লঙ্ঘন?
সতত বলেন শুনি সুপণ্ডিত জন।
পেয়েছে বিশাল রাজ্য কুবেরের ধন॥
তাই বলি আমি কি অন্যায় ব্যবহারে।
অসন্তুষ্ট করে যাব সকল সংসারে॥
অবিনয় দোষে শীঘ্র লক্ষ্মী ছাড়ি যায়।
যেমন যৌবন কান্তি বার্দ্ধক্যে পালায়॥

সতত দেখিতে পাই সংসার ভিতরে।
যে লোক চতুর সেই লক্ষ্মী লাভ করে॥
রোগী যদি করে নিত্য সুপথ্য আহার।
সব রোগ উপশম হয়ে থাকে তার॥
শরীরে কখনও কোন রোগ নাই যার।
তার তুল্য এ জগতে কেবা সুখী আর॥
হয় বিদ্যা পারদর্শী অভ্যাসের বলে।
ধর্ম্ম, অর্থ, যশ, পায় বিনয়ে সকলে॥
দূরদর্শী গৃধ্র মন্ত্রী বলিল তখন।
হে ভূপাল. মম বাক্য করুন শ্রবণ॥
জল সন্নিধানে থাকি মহীরুহগণ।
সতত প্রচুর রস করিয়া গ্রহণ॥
নিঃসংশয়ে ক্রমে অভ্যুদয় লাভ করে।
সেইরূপ দেখিবেন সংসার ভিতরে॥
মহামূর্খ যদিও সে মহীপাল হয়।
কিন্তু যদি সুপণ্ডিত বৃদ্ধ কাছে রয়॥
অশেষ সম্পদ ধন লভে সে নিশ্চয়।
এক বাক্যে নীতিবিদ্ এই কথা কয়॥

আরও বলি—

সদা সুরা পানাসক্তি-পরদার মতি।
সতত মৃগয়া-মত্ত দ্যূতে প্রীতি অতি॥
অন্যায় উপায়ে করা ধন উপার্জ্জন।
প্রয়োগ নিষ্ঠুর দণ্ড, পরুষ বচন॥

নীতি-শাস্ত্রবিদ্‌গণ এক বাক্যে কয়।
এগুলি রাজার দোষ জানিবে নিশ্চয়॥
ভাল মন্দ বিচার না করে যেই জন।
আপন সাহসে মাত্র ভর অনুক্ষণ॥
ঔদাস্য সতত থাকে উপায়ের প্রতি।
কোন কালে হয় না ঐশ্বর্য্য অধিপতি॥
কারণ সুনীতি আর শৌর্য্য বীর্য্য যার।
সেই ত সম্পদ সদা করে অধিকার॥
নীতি দোষ কোন্ মন্দ মন্ত্রীতে না রয়।
কোন্ কুপথ্যাশী বল পীড়িত না হয়॥
সম্পদ হইলে দর্প না হয় বা কার?
বলনা কাহারে মৃত্যু না করে সংহার॥
বনিতার ব্যভিচারে ভাঙ্গে না হৃদয়।
এমন কে লোক আছে এ সংসার ময়॥
সুখের সুদিন দুঃখ করে অবসান।
শীতাগমে শরতের হয় অন্তর্দ্ধান॥
বিনাশেন বিবস্বন ঘন অন্ধকার।
কৃতঘ্নতা সদা নষ্ট করে উপকার॥
হইলে অভিষ্ট লাভ শোক দূরে যায়।
সুনীতির সমাগমে দুর্নীতি পালায়॥
দুর্নীতি সম্পদ নাশ করে অনুক্ষণ।
এ সব জানিবে নীতি শাস্ত্রের বচন॥
এই সব আলোচনা করি সে সময়।
স্থির করি বুদ্ধি হীন রাজার হৃদয়॥

৬

নতুবা কি হেতু তিনি শঙ্কটে এমন ।
ঠেলেছেন অনাদরে নীতির বচন ॥
নীতি শশাঙ্কের দিব্য অমল কিরণ ।
কেননা সুস্নিগ্ধ করে তাঁহার নয়ন ॥
মিথ্যা বাণী উল্কাপাত করি দরশন ।
বিভ্রান্ত হইল বুঝি নৃপতির মন ॥
তিল মাত্র বুদ্ধি নাই দেখিছ যাহার ।
বল শাস্ত্র তার কি করিবে উপকার ॥
একেবারে যে লোকের নাহিক লোচন ।
কি করিবে বল তার নির্ম্মল দর্পণ ॥
এই সব কথা কহিলেন মন্ত্রীবর ।
শুনি রাজা সসম্ভ্রমে হন যুক্ত কর ॥
বলিলেন, বুঝিতেছি মন্ত্রী মহাশয় ।
এসকল অপরাধ আমার নিশ্চয় ॥
যত দোষ সব মম ক্ষম এ সময় ।
সুবোধ সুবিজ্ঞ তুমি নাহিক সংশয় ॥
যে সকল সৈন্য মম মরেনি সমরে ।
তাহাদিকে সঙ্গে ল'য়ে ফিরে যাব ঘরে ॥
এ চিন্তায় এবে মম ব্যাকুল হৃদয় ।
তাহা যাতে পারি তাহা কর মহাশয় ॥
নৃপ বাক্য শুনি গৃধ্র ভাবে মনে মনে ।
ইহার উপায় স্থির করিব এক্ষণে ॥
গো ব্রাহ্মণ কিম্বা দেব কিম্বা নৃপবর ।
বালক বা বৃদ্ধ বা যে পীড়ায় কাতর ॥

ইহাদের প্রতি যদি কভু কোপ হয়।
সত্বর দমন তাহা করিবে নিশ্চয়॥
এই ভাবি মন্ত্রীবর কহিল রাজায়।
ভয় কি ভূপাল আমি করিব উপায়॥
সমরে শত্রুর সহ সন্ধির সময়।
মন্ত্রীর যোগ্যতা ভূপগণ বুঝি লয়॥
সন্নিপাত ক্ষেত্রে লোক এ সংসার মধ্য।
ভিষকের পটুতার পায় পরিচয়॥
শান্তির সময়ে সবে দেখিবে পণ্ডিত।
বুদ্ধি বুঝ যবে হয় ক্ষেত্র উপস্থিত॥
অল্প বুদ্ধি করে ক্ষুদ্র কার্য্য অনুষ্ঠান।
বড় বড় কাজ করে যারা মহা প্রাণ॥
অল্প দুঃখে অল্প বুদ্ধি ব্যাকুলিত হয়।
মহাপদে রহে স্থির প্রশান্ত হৃদয়॥
তব পুণ্যে শত্রু দুর্গ প্রাকার তাহার।
ভাঙ্গিয়া করিব তব সুযশ বিস্তার॥
সত্বর উড়াইয়া সবে বিজয় নিশান।
সৈন্য সহ বিন্ধ্যাচলে করিব প্রস্থান॥
চিত্রবর্ণ কহে তাত ইহা কি সম্ভবে।
এত অল্প সৈন্যে কি সে দুর্গ ধ্বংস হবে॥
মন্ত্রী বলে ইচ্ছা যার লভিতে বিজয়।
সে যেন কখন দীর্ঘ সূত্রী নাহি হয়॥
এখন এ উপদেশ করুন শ্রবণ।
সহসা করুন শত্রু দুর্গ আক্রমণ॥

পরক্ষণে বক আদি আপন রাজায়।
দুর্গ আক্রমণ বার্ত্তা সত্বর জানায়॥
বলিছে বিনয়ে বক রাজার সদনে।
স্বল্প বল হইলেও মন্ত্রীর বচনে॥
চিত্রবর্ণ করিয়াছে দুর্গ আক্রমণ।
বিহিত ব্যবস্থা তার করুন এখন॥
সম্বোধন করিয়া আপন মন্ত্রীবরে।
সসম্ভ্রমে হংসরাজ জিজ্ঞাসেন পরে॥
সর্ব্বজ্ঞ, অধুনা বল কি কর্ত্তব্য হয়।
প্রকাশি এখন বল সকল বিষয়॥
চক্রবাক্ বলে এই রাজা মহাশয়।
সৈন্যবল বিচারের প্রশস্ত সময়॥
সকলের বলাবল করিয়া বিচার।
বিতরিত হ'ক যথাযোগ্য পুরস্কার॥
যে হেতু বলেন নিত্য নীতিবিদ্গণ।
কুস্থানে কপর্দ্দকও করি দরশন॥
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা জ্ঞান করি তায়।
যে জন তখনি তারে যতনে উঠায়॥
আবার যে বুঝি উপযুক্ত অবসর।
কোটী মুদ্রা ব্যয়ে কভু না হয় কাতর॥
বর্জ্জন কমলা কভু না করেন তায়।
অতুল সম্পদে তাঁর দিন কাটি যায়॥
আর এক কথা আছে রাজা মহাশয়।
যজ্ঞ বা বিবাহে কিম্বা বিপদ সময়॥

অথবা অরাতি নাশ করার কারণ।
যশোলাভ জন্য কিম্বা যাহা প্রয়োজন ॥
সুহৃৎ সংগ্রহ কার্য্যে অথবা যখন।
বান্ধবের অর্থাভাব করা বিমোচন ॥
কিম্বা যে রমণী হয় প্রাণাধিক প্রিয়া।
প্রয়োজন হয় যদি তাহার লাগিয়া ॥
এই সব ব্যাপারে করিলে অর্থব্যয়।
সজ্জন সমাজে কভু নিন্দনীয় নয় ॥
মূর্খগণ স্বল্প মাত্র খরচের ডরে।
সময় সময় স্বীয় সর্ব্বনাশ করে ॥
এ জগতে বল কোন্ সুপণ্ডিত জন।
শুল্ক ভয়ে ভাণ্ড স্বীয় দেয় বিসর্জ্জন ॥
রাজা বলিলেন এই আপদ সময়।
অতি ব্যয় স্বপক্ষের যুক্তি যুক্ত নয় ॥
মন্ত্রী বলিলেন কথা শুন মহীপাল।
এটা হয় আপনার আপদের কাল ॥
যদ্যপি আপনি এবে ব্যয় কুণ্ঠ হন।
অবশ্য বিনষ্ট হবে সুসঞ্চিত ধন ॥
মম উপদেশ মত হ'ক অনুষ্ঠান।
স্বসৈন্যে করুন এবে ধন মান দান ॥
নীতিবিদ্‌গণ সবে এক বাক্যে কন্।
সদ্ভাবে প্রসন্ন যবে রহে সৈন্যগণ ॥
আপন প্রভুর কার্য্য সাধনের তরে।
অম্লান বদনে প্রাণ ত্যজিবে সমরে ॥

এই ভাবে পরিপ্লুত যাদের হৃদয় ।
সদ্বংশজ, সম্মানিত তারা যদি হয় ॥
তাহারা নিশ্চয় যুদ্ধে লভিবে বিজয়।
তিল মাত্র তাহে আর নাহিক সংশয়॥
সুযোদ্ধা যাহারা সবে হয় শীলবান ।
মনের মালিন্য নাই সবে এক প্রাণ॥
এইরূপ পঞ্চশত সৈন্য থাকে যার ।
বিপক্ষ বাহিনী সেই করিবে সংহার ॥
উগ্র আর অকৃতজ্ঞ যেই স্বার্থ পর ।
মহামুর্খ, শীলহীন, কুটিল অন্তর ॥
এরূপ সকল লোকে, শিষ্ট যারা হয় ।
কোন কালে কখনই দেয় না প্রশ্রয় ॥
সত্য, শৌর্য্য, দয়া, ত্যাগ, দাক্ষিণ্য বিনয় ।
রাজাদের এই সব মহাগুণ হয় ॥
যে নৃপের এই সব মহাগুণ নাই ।
সজ্জন সমাজে তিনি নিন্দিত সদাই ॥
প্রাণে প্রাণে বাঁধা যার সুদৃঢ় প্রণয় ।
যার অভ্যুদয়ে সুখ, ক্ষয়ে দুঃখ হয় ॥
রাখিতে সম্পদ স্বীয়, আপন জীবন ।
এমন সুজনে ভার করিবে অর্পণ ॥
শঠ, শিশু, সিমন্তিনী, মন্ত্রী যে রাজার ।
পদে পদে এ সংসারে বিপদ তাঁহার ॥
অনীতি ঝটিকা ক্ষিপ্ত হ'য়ে নৃপবর ।
কার্য্যাম্বুধি নীর মধ্যে ডুবেন সত্বর ॥

হর্ষে, ক্রোধে সমভাব থাকে কিন্তু যাঁর।
আশ্রিতগণেতে যাঁর করুণা অপার॥
শাস্ত্রার্থে বিশ্বাস যাঁর থাকে অনুক্ষণ।
যোগান ধরিত্রী তাঁকে বহু রত্ন ধন॥
ভূপতির অভ্যুদয়ে যাঁর অভ্যুদয়।
তাঁহার ক্ষয়েতে যাঁর হয় নিত্য ক্ষয়॥
তাদৃশ মন্ত্রীকে নরপতি মতিমান।
জীবনে কদাচ নাহি করে হেয় জ্ঞান॥
মদান্ধ যে মহীভুজ মত্ত হস্তী প্রায়।
মোহাবেশে হিতাহিত সব ভুলে যায়॥
উপযুক্ত উপদেশ অঙ্কুশের ঘায়।
মাহুতের মত মন্ত্রী ঠিক রাখে তায়॥
পরে মেঘবর্ণ কাক আসিয়া তথায়।
রাজায় বলিল বহু বিনীত কথায়॥
কৃপাদৃষ্টে দেখ প্রভু দাসে আপনার।
শ্রবণ করুন এই আবেদন তার॥
সম্প্রতি দেখুন সব শত্রু সৈন্যগণ।
মহা দন্তে দুর্গদ্বার করে আক্রমণ॥
এখন যদ্যপি প্রভু তব আজ্ঞা পাই।
দুর্গের বাহিরে আসি বিক্রম দেখাই॥
দুর্গের বাহিরেই যদি রণ করা হয়।
তবে দুর্গ রাখিবার কিবা ফলোদয়॥
সলিল ছাড়িল যদি নক্র মহাকায়।
তখনি তাহারে স্বীয় বশে আনা যায়॥

মহা পরাক্রমী সিংহ ছাড়ে যদি বন।
শৃগাল সমান হেয় হয় সে তখন॥
চক্রবাক্ বলে প্রভু করি আবেদন।
স্বয়ং সংগ্রাম স্থলে চলুন এখন॥
থাকিয়া বাহিনী অগ্রে যদি নৃপবর।
শত্রু সহ মহাদর্পে করায় সমর॥
কার সাধ্য সেই সৈন্যে করে পরাজয়।
যুদ্ধান্তে জানিবে তার বিজয় নিশ্চয়॥
স্বীয় স্বামী যদি করে উৎসাহ প্রদান।
সিংহ সম সারমেয় হয় তেজিয়ান্॥
এরূপ কথার সব আলোচনা পরে।
সবে গিয়া যোগদান করিল সমরে॥
বিষম বিক্রমে তারা করিল সমর।
তাহাতে কাঁপিল চিত্রবর্ণের অন্তর॥
পরদিন মন্ত্রী গৃধ্রে করিয়া আহ্বান।
করিল তাঁহারে রাজা যথেষ্ট সম্মান॥
কাতর কণ্ঠেতে পরে করে নিবেদন।
আপন প্রতিজ্ঞা তাত করুন পূরণ॥
তদুত্তরে গৃধ্রবর বলিল তাঁহায়।
যুদ্ধশাস্ত্রে মহীপাল এই শোনা যায়॥
মদ্যে, দ্যূতে, সমাসক্ত সতত যে জন।
অটল থাকিতে নারে রণে বহুক্ষণ॥
অল্প প্রাণ, অতি ভীরু নেতা যদি হয়।
তার হস্তে দুর্গ কভু ঠিক নাহি রয়॥

দুর্গ বিজয়ের এই কয়টি উপায়।
সমর কুশলী লোক মুখে শুনা যায়॥
দীর্ঘকাল শত্রু দুর্গ করিয়া বেষ্টন।
থাকিবে অটল যত নিজ সৈন্যগণ॥
পাঠাইয়া গুপ্ত চর দুর্গের ভিতর।
ভেদে কর শত্রু সৈন্যে বিকল অন্তর।
বিক্রমে চড়াই কর দুর্গের উপর।
প্রাকার পরিখা ধ্বংস কর নিরন্তর॥
এ স্থলেও যথা শক্তি হ'তেছে যতন॥
কানে কানে সব কথা বলিব তখন॥
হায়! একদিন অতি প্রত্যূষ সময়।
পূর্ব্বাকাশে দিবাকর না হ'তে উদয়॥
দুর্গ মধ্যস্থিত কক্ষে দুষ্ট কাক দল।
সহসা জালিয়া দিল প্রবল অনল॥
"গড় নিল" "গড় নিল" এই কলরব।
উঠি চারিধারে হ'ল বিশৃঙ্খল সব॥
ধক্ ধক্ চারিদিকে জ্বলিছে অনল।
চারিদিকে শুন মাত্র সৈন্য কোলাহল॥
ব্যাপার বুঝিয়া যত শূর বীরগণ॥
সরসির নীরে সবে করে পলায়ন॥
দেখ সে হিরণ্যগর্ভ হংস কুলপতি।
স্বভাবতঃ সুখভ্রান্ত অতি মন্দগতি॥
সঙ্গেতে সারস দক্ষ সেনাপতি তাঁর।
উভয়ে আইল সেই সরসী কিনার॥

হেন কালে কুক্কুট অতীব ক্রূর মতি।
মহাদুষ্ট, মহাকায়, শত্রু সেনাপতি॥
আস্ফালিয়া আসি তথা ঘেরিল রাজায়।
বিষণ্ণ সারস অতি না দেখি উপায়॥
কহেন হিরণ্যগর্ভ সম্বোধি তাঁহায়।
আমার কারণ কেন তব প্রাণ যায়॥
সরসি সলিলে তুমি কর পলায়ন।
মম অনুরোধে রাখ আপন জীবন॥
পরে করি সর্ব্বজ্ঞের সম্মতি গ্রহণ।
"চূড়ামণি পুত্রে মম দিও সিংহাসন॥
উত্তরে সারস বলে সজল নয়ন।
কেন প্রভু কন এই দুঃসহ বচন॥
যতকাল রবি শশী আকাশেতে রয়।
ততকাল হ'ক মহারাজের বিজয়॥
আমিই ত হইতেছি দুর্গ অধিকারী।
বিপক্ষ লউক দুর্গ মোরে প্রাণে মারি॥
মম রক্তে সুরঞ্জিত হ'ক দুর্গদ্বার।
মম মাংসে লিপ্ত হ'ক মৃত্তিকা তাহার॥
দাতা, ক্ষমী, গুণগ্রাহী স্বামী ধরাতলে।
বহু কষ্টে লভে লোকে স্বীয় পুণ্য বলে॥
রাজা বলিলেন তার কথার উত্তরে।
শুচি, দক্ষ, অনুরক্ত সরল কিঙ্করে॥
মহাপুণ্যে পেয়ে থাকে নরপতিগণ।
পণ্ডিত মুখেতে সদা করেছি শ্রবণ॥

বিনয়ে সারস নৃপে করি সম্বোধন।
বলিল তাঁহারে পরে এ সব বচন॥
"রণ ছাড়ি অন্য স্থানে করিলে প্রস্থান।
জানিতাম যদি প্রভু যাবে না এ প্রাণ॥
তা হ'লে নিশ্চয় ত্যজি বিষম এ রণ।
অন্য স্থানে গিয়ে রাখিতাম এ জীবন॥
কিন্তু হে ভূপাল, তাই করি নিবেদন।
অসম্ভব তাহা জানি নিশ্চয় যখন॥
এ জীবন চির দিন রবে না আমার।
মিথ্যা মায়া মুগ্ধ কেন হইব বা তার॥
জানি এ সমর স্বর্গ দ্বারের সমান।
শূর বীর সম তায় ত্যজিব পরাণ॥
ভীরু সম ছাড়ি রণ যদি বা পলাই।
অপযশ রাখিবার থাকিবে না ঠাঁই॥
সংসারে সবার প্রাণ যখন নশ্বর।
কি কাজ রাখিয়া তারে ছাড়িয়া সমর॥
সাগর ভিতরে সবে দেখি নিরন্তর।
বায়ুর উদ্বেগে উঠি প'ড়িছে লহর॥
সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী জীবের জীবন।
প্রভুর হিতের তরে করি বিসর্জ্জন॥
মহাপুণ্য ফলে ধরাতলে দেখা যায়।
এমন সুযোগ অতি অল্প লোক পায়॥
স্বামী, মন্ত্রী, রাজ্য, দুর্গ. কোষ, সৈন্য বল।
পৌরবর্গ, রাজ্য অঙ্গ হয় এ সকল॥

হলেও সমৃদ্ধিমান প্রকৃতি কখন ।
স্বামী ছাড়ি নাহি পারে রাখিতে জীবন॥
আয়ুষ্কাল একবারে গত হয় যার ।
ধন্বন্তরি বৈদ্য আসি কি করিবে তার ॥
উদিত হইলে ভানু আকাশ মণ্ডলে ।
মহা হর্ষে হাসে পদ্ম সরসির জলে ॥
অস্তমিত দেখিলেই দেব দিবাকরে ।
কমলিনী ভাসে পুনঃ বিষাদ সাগরে ॥
সেইরূপ নৃপতির ক্ষয় অভ্যুদয় ।
প্রকৃতি পুঞ্জের পক্ষে দুঃখ সুখ ময় ॥
মহামূল্য ধন এ জীবন আপনার ।
নিশ্চয় রাখিব প্রভু প্রতিজ্ঞা আমার ॥”
ক্ষণকাল পরে আসি কুক্কুট তথায় ।
চঞ্চুর প্রহারে ক্ষত করিল রাজায় ॥
বিস্তারি আপন পক্ষ সারস তখন ।
রাজার কমল কায় করে আবরণ ॥
দেখিতে দেখিতে সেই সারস কৌশলে ।
রাজায় ফেলিয়া দিল সরসির জলে ॥
আসিয়া নিমেষ মধ্যে সমর অঙ্গনে ।
অগণিত শত্রু সৈন্য সংহারিল রণে ॥
বহু বৈরি সৈন্য আসি ক্ষণকাল পরে ।
চঞ্চুর প্রহারে তারে ধরাশায়ি করে ॥
রাখিতে সুযশ স্বীয় প্রভুর জীবন ।
সমরে সারস প্রাণ দিল বিসর্জ্জন ॥

যুদ্ধ শেষে চিত্রবর্ণ রাজা অতঃপর।
প্রবেশ করেন গিয়া দুর্গের ভিতর॥
দুর্গ মধ্যে মূল্যবান যত দ্রব্য ছিল।
সে সকল শিখিরাজ লুটিয়া লইল॥
জয় গান করে তাঁর যত বন্দিগণ।
হর্ষে তিনি স্কন্দবারে করেন গমন॥
অতঃপর গুরুদেবে করি সম্বোধন।
বিনয়ে কহিল যত রাজ পুত্রগণ॥
পীযুষ প্রবাহ সম কথা আপনার।
শুনি পাইলাম সবে আনন্দ অপার॥
এ কথায় সারস মরাল সেনাপতি।
বীর অগ্রগণ্য বটে, পুণ্যবান অতি॥
অম্লান বদনে করি প্রাণ বিসর্জ্জন।
রাখিল সমর ভূমে প্রভুর জীবন॥
প্রসবে ত নিত্য ধেনু বৎস শত শত।
বিরল দেখিতে পাই বিষাণ চিহ্নিত॥
কহিলেন বিষ্ণু শর্ম্মা কথার উত্তরে।
সারস ত্যজিল প্রাণ সম্মুখ সমরে॥
নিশ্চয় সে স্বর্গ রাজ্যে করিবে গমন।
পুণ্যবলে পাবে অপসরী পরিজন॥
যেই বীর স্ব স্বামীর মঙ্গলের তরে।
সম্মুখ সমরে স্বীয় প্রাণত্যাগ করে॥
সেই ভর্তৃভক্ত শূর কৃতজ্ঞ সুজন।
নিশ্চয় ত্রিদিব রাজ্যে করিবে গমন॥

যেই শূরবীর শত্রু করি আক্রমণ।
অন্যায় সমরে বধে তাহার জীবন॥
তার ভাগ্যে স্বর্গ বাস ঘটিবে নিশ্চয়।
এক বাক্যে সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথা কয়॥
বিষ্ণু শর্ম্মা বলিলেন রাজ পুত্রগণ!
বিগ্রহের কথা সবে করিলে শ্রবণ॥
তাহার উত্তরে সে কুমারগণ কয়।
কথা শুনি সবে মোরা হৃষ্ট অতিশয়॥
বিষ্ণু শর্ম্মা বলিলেন হে কুমারগণ।
শঙ্কর সমীপে মম এই নিবেদন॥
চতুরঙ্গ সেনা সঙ্গে লয়ে রণাঙ্গনে।
যেন না যুঝিতে হয় শত্রুগণ সনে॥
নীতি মন্ত্র পবনের প্রবল হিল্লোলে।
আপনাদিগের দুষ্ট অরাতি সকলে॥
সুদূরে গিরির গুহা করুক আশ্রয়।
বিরাজ করুক চির শান্তি দেশ ময়॥

PRESIDENCY DIVISION AND MANBHOOM DISTRICT COURSE OF STUDIES FOR MIDDLE SCHOOLS

for 1889—90

FIFTH-CLASS

PADYAMALA PART I.
BY
MANOMOHUN BASU or HITOPODESA
BY
RADHIKA RAMAN CHATTERJI.

CALCUTTA,
The 20th February,
1889.

Radhika Prasanna Mukerji,
INSPECTOR OF SCHOOLS,
Presidency Circle.

Extract from the proceedings of the Education Committee, approved by the District Board at a meeting held on the 11th April, 1890 :—

"Resolved that the list of text books submitted by the Deputy Inspector of schools, be approved of and an additional book "Hitopodesh" Part 1 by Babu Radhika Raman Chatterjee be introduced, as the Committee considers it to be a very instructive and useful book for boys of the tender age."

Forwarded to Babu Radhika Raman Chatterjee for information.

MEMO No. 116, E.
RANGPORE
DISTRICT-BOARD OFFICE.
Dated 18th April,
1890.

F. H. Skrine.
Chairman.

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় কৃত

হিতোপদেশ।

স্কুলপাঠ্য ও সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক কমিটীর অনুমোদিত।

*

সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত হিতোপদেশ প্রথম ভাগ পাঠ করিলাম। কবিতাগুলির ভাষা ও রচনা অতি মধুর প্রাঞ্জল ও সুবোধ্য হইয়াছে। হিতকথা পূর্ণ এরূপ পদ্যপুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পাঠোপযোগী। বিদ্যালয়ে যে পদ্য পুস্তকরাশি প্রচলিত আছে, তাহার অনেকগুলি অপেক্ষা এখানি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। ইতি—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন।
পরিব্রাজক।

পুস্তকখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ইহার রচনা সুললিত ও প্রাঞ্জল। যে সকল বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে তৎসমুদয় উৎকৃষ্ট ও উপদেশসূচক। এ প্রকার নীতিপূর্ণ পুস্তকের সংখ্যা অতি বিরল। ইহা বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী। পদ্যগুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন মধুপান করিলাম। পুস্তকখানির মূল্যও সুলভ হইয়াছে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।
স্কুল সমূহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর।
জেলা, রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হিতোপদেশ নামক পদ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। পুস্তকখানি অনেক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের ভাব লইয়া রচিত। ইহার ভাষা সুললিত ও সুখবোধ্য হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে এবং গ্রীসে এইরূপ হরিণ, কাক, শৃগাল প্রভৃতির কথাচ্ছলে নীতি-শিক্ষা দেওয়ার প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল। অধুনাতন অনেক লোক তাদৃশ গল্প দ্বারা উপদেশ দানের প্রণালীকে দোষাবহ মনে করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বিভিন্ন মত থাকিলেও উক্ত প্রাচীন প্রথা শিশুদিগের বিশেষ মনোহারিণী তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
হেড পণ্ডিত,
রঙ্গপুর, নর্ম্মাল স্কুল।

আমরা “হিতোপদেশ প্রথম ভাগ” নামক একখানি পদ্যময় পুস্তক সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায়। একাল পর্য্যন্ত ভারতে যত প্রকার নীতিগ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে হিতোপদেশ, চাণক্যশ্লোক এবং কামন্দকীয় নীতিসার এই তিন খানি গ্রন্থই প্রধান। সুপ্রসিদ্ধ নীতিপ্রবক্তা বিষ্ণুশর্ম্মা হিতোপদেশের রচয়িতা, হিতোপদেশ রাজনীতি, যুদ্ধনীতি প্রভৃতি সকল প্রকার নীতির অত্যুৎকৃষ্ট আকরস্বরূপ। এই সুপ্রসিদ্ধ ও সারবান্ নীতিবৃক্ষের শাখা ও পল্লবকে অবলম্বন করিয়া সময়ে সময়ে বঙ্গভাষায় অনেক নীতিপূর্ণ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। রাধিকা বাবু এই অশেষ নীতি পরিপূর্ণ পবিত্র গ্রন্থের আমূল অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

অনুবাদের সময় অনেকে ভাবের অনুরোধে ভাষাকে সৌন্দর্য্যহীন করেন, অথবা ভাষার অনুরোধে ভাবকে সংহার করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই অনুবাদে ভাব ও ভাষা সমান ভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। অনুবাদের ভাষা সরল এবং সুললিত অল্পবয়স্ক বালকেরা এই পদ্যময় নীতিগ্রন্থ পাঠ করিয়া অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। যাহা হউক রাধিকা বাবু যদি এইরূপ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাঞ্জল কবিতাতে সমগ্র হিতোপদেশের অনুবাদ প্রচার করিতে পারেন, তাহা হইলে তদ্বারা যে বাঙ্গলা ভাষার বিশেষ অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই গ্রন্থকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা কর্তৃপক্ষগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

বিবেক ১৯৯৫। ১৬ শ্রাবণ।

বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ সংস্কৃত ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পশু পক্ষীর বিবরণ ছলে ইহাতে অনেক সদুপদেশ গ্রথিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের মিত্রলাভ প্রকরণ পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি প্রাঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকেরা ইহা পড়িয়া ভাষা শিক্ষার সহিত সুনীতি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। বালকদিগকে সদুপদেশ দিবার পক্ষে উপস্থিত গ্রন্থ অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমি ইহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি।

১৫ই আশ্বিন, ১২৯৫। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

আমি শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "হিতোপদেশ প্রথম ভাগ" পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত হিতোপদেশ গ্রন্থের এখানি পদ্যানুবাদ। রাধিকা বাবু মূল বজায় রাখিয়া ও স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিয়াছেন, বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণের নীতি শিক্ষার পক্ষে এই পুস্তকখানি বেশ উপযুক্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় বালক বালিকাগণের প্রথমে নীতি পুস্তক পাঠ করিতে দিলে গদ্যাপেক্ষা সরল পদ্যের নীতি পুস্তকই ভাল। সুতরাং এখানি দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।
১৫ই আশ্বিন, ১২৯৫

SANSKRIT COLLEGE
Benares Cantt.

১৩। ১২। ১৯২৪।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয় রচিত হিতোপদেশের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিয়াছি। প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয়ের ভাষা সরল সুখবোধ্য অথচ লালিত্যপূর্ণ। শব্দবিন্যাস ও অতি মধুর। সাধারণতঃ পদ্যানুবাদে যে প্রকার ক্লিষ্টতাদি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয়ের রচনা সে সকল হইতে নির্ম্মুক্ত। হিতোপদেশের ন্যায় প্রসিদ্ধ পুস্তক এবার বালক-বালিকাদিগের পাঠ্য তালিকায় সন্নিবেশিত হইবার উপযুক্ত হইল, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। আশা করি ইহা দ্বারা বাল্য-শিক্ষা সংক্রান্ত একটি বিশেষ অভাব দূরীভূত হইবে।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ এম, এ,
প্রিন্সিপ্যাল সংস্কৃত কলেজ, বেনারস।

ও

BENARES HINDU UNIVERSITY

College of Oriental Learning.

No......... *Date 13-10-1925.*

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয় কৃত হিতোপদেশের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলাম—পয়ার ও ত্রিপদি ছন্দে এই অনুবাদ রচিত হইয়াছে, ভাষা যেমন সরল তেমনি সুন্দর হইয়াছে, বঙ্গ ভাষায় সংস্কৃত হিতোপদেশের এরূপ ছন্দোবদ্ধ সুললিত অনুবাদ আমি আর এক খানি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, আমাদের শিশুগণের স্কুল পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এই গ্রন্থের সমাবেশ সর্ব্বাগ্রে হওয়া যে একান্ত আবশ্যক ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তক বলিয়াই যে ইহার আদর হওয়া উচিত তাহা নহে, কবিতা পুস্তক হিসাবে এই গ্রন্থখানি বাঙ্গলা সাহিত্য ভাণ্ডারের একখানি অপূর্ব্ব কবিত্বপূর্ণ মনোহর রত্নরূপে পরিগণিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাস্তবপক্ষে প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয়ের সুললিত সরল কবিতা লিখিবার অসাধারণ শক্তি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। আমি আশা করি এই হিতোপদেশের পদ্য বঙ্গানুবাদ সাহিত্যিকগণের মধ্যে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইবে। ইতি—

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

হিতোপদেশের মিত্রলাভ ও সুহৃদ্ভেদের বাঙ্গলা গদ্যে ও পদ্যে লিখিত অনুবাদ পুস্তিকা পাইয়াছি। এই পুস্তিকার রচয়িতা

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিনোদ। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য জগতে সুপরিচিত, বাঙ্গলা গদ্যে ও পদ্যে ইনি সিদ্ধ হস্ত, ইঁহার রচিত যখন যে পুস্তক বা প্রবন্ধ পড়িয়াছি তাহাতে তখনই মুগ্ধ হইয়াছি। এ অনুবাদ ও অতি সুন্দর হইয়াছে। সংস্কৃত মূল পুস্তকের ভাব রক্ষিত হইয়াছে, রচনায় জড়তা নাই, ছন্দেও দোষ নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, এমন কি অভিধান পর্য্যন্ত ছন্দে লিখিত। উদ্দেশ্য বিদ্যার্থির সহজে ছন্দোনিবদ্ধ বাক্য মুখস্থ হয়। অনেক দিন হইল বিদ্যালয় হইতে শিশুশিক্ষা উঠিয়া গিয়াছে কিন্তু অদ্যাপি "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" সকলের মুখে মুখে আছে, সেই জন্য বলিতেছি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তকখানি ছন্দে লিখিয়া বালক বালিকাদিগের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। হিতোপদেশের তুল্য নীতিশিক্ষার পুস্তক জগতে দ্বিতীয় নাই। বাঙ্গলা ভাষায় নীতিশিক্ষার জন্য এ পর্য্যন্ত সেরূপ কোনও পুস্তক লিখিত হয় নাই। বুঝিতে হইবে বালক বালিকার জন্য এই পুস্তকখানি লিখিত। যদি শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ও পুস্তক নির্ব্বাচন সমিতির সভ্যবৃন্দ, এই পুস্তক খানিকে বিদ্যালয়ে নিম্ন শ্রেণীর বালক বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তকের তালিকাভূক্ত করেন তবে গ্রন্থকারের সঙ্গে আমরা আনন্দ অনুভব করিব।

স্বামী দয়ানন্দ।

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীঅন্নদাচরণ শর্ম্মা।

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথো জয়তি ।

শিশুদিগকে গল্পচ্ছলে নীতি-শিক্ষা দিবার জন্য বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় আর অন্য তাদৃশ উপাদেয় গ্রন্থ নাই। আমার অতি সুপরিচিত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয় সেই উপাদেয় সংস্কৃত গ্রন্থের আমূল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গবাসীগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আমি তাঁহার অনুবাদিত মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি সমস্ত সন্দর্ভগুলি আগাগোড়া পাঠ করিয়া ভাষার প্রাঞ্জলতায়, কবিতার লালিত্য ও মাধুর্য্যে যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সুকুমার মতি বালক বালিকাগণ যে অতি সহজে বঙ্গভাষা ও নীতি শিক্ষা করিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় কাশীরাম দাসের "মহাভারত" এবং স্বর্গীয় কীর্ত্তিবাস ঠাকুরের রামায়ণের ন্যায় আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয়ের হিতোপদেশের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ বঙ্গদেশের বিদ্যানুরাগী ও শিশুগণের প্রিয় চিকির্ষু গৃহস্থ মাত্রেরই ঘরে ঘরে থাকা আমি প্রয়োজন বোধ করি। ইতি—সন ১৯২৪। ২৩ শে অক্টোবর।

Chowshashti Yogini
Matri Mandir
Benares.

S. C. Bharati. M. A.

শ্রীযুক্ত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয়ের হিতোপদেশ পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলাম। এইরূপ সরল পদ্যে বঙ্গভাষায় লিখিত পুস্তক শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপযোগী হইবে বলিয়া আশা করি। প্রত্নতত্ত্ববিনোদ মহাশয় এই গ্রন্থে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায়—শ্রীবামাচরণ ন্যায়াচার্য্য।
৺কাশীধাম।

হিতোপদেশ। প্রথম ভাগ। "বালক বালিকাগণের নীতিশিক্ষার্থ মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি এই নীতিচতুষ্টয় পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বনে সরল পদ্যে লিখিত। শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য /১০ দেড় আনা। বালকদের নীতি শিখাইবার কথা উঠিয়াছে। এ সময়ে এই পুস্তকের পরিচয় দিতে পাইয়া আমরা সুখী হইলাম। হিতোপদেশের মূল ভাল, এই অনুবাদ ভাল হইয়াছে। পদ্য রচনায় লেখকের উত্তম ক্ষমতা আছে; সেই জন্য গল্প যেমন মনোহর, নীতি, উপদেশ, যেমন শিষ্টসম্মত এবং সারগর্ভ, পুস্তকের ভাষাও তেমনি মধুর এবং সরল হইয়াছে। পড়াইতে জানিলে, এইরূপ একখানি পুস্তক পড়াইয়া বালকদিগকে যত সদুপদেশ দেওয়া যাইতে পারে, এখনকার প্রচলিত ঝুড়ি ঝুড়ি পুস্তকেও তত হয় না। পুস্তকের ছাপাও সুন্দর হইয়াছে।"

বঙ্গবাসী।
৩০ শে ভাদ্র, ১২৯৬ সাল।

"কোন এক ভাষা হইতে একটী বিষয় ভাবান্তরে পদ্যে অনুবাদ করিতে হইলে ভাবটী অবলম্বন করিয়া স্বাধীন ভাবে রচনা করিতে চেষ্টা করিলে কাব্যোচিত লালিত্য লাভ করিতে পারা যায়। কথায় কথায় অনুবাদ করিতে গেলে কবিত্বের মাধুর্য্য থাকে না। লেখক স্বাধীনভাবে রচনা করিয়া বিজ্ঞতার কার্য্যই করিয়াছেন এবং তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে। হিতোপদেশের উপদেশগুলি যথার্থই হিতকর। এই প্রকার সুললিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাইলে যথার্থই কোমলমতি বালকদিগের পক্ষে পাঠ্য এবং উপকারী হইবে।"

শ্রীমোহিনীমোহন লাহিড়ি এম্‌এ, বিএল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অভিমত।

মহাশয়!

আমি আপনার হিতোপদেশের কিয়দংশ পাঠ করিলাম। আপনার কবিতা রচনার ক্ষমতা আছে। আপনি রচনার লালিত্য রাখিয়া কবিতা রচনা করিতে পারেন, প্রমাণ পাইলাম।

তারিখ ১৯ এ ফেব্রুয়ারী ১৮৮৭। শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

শ্রীরাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

হিতোপদেশ।

দ্বিতীয় ভাগ—পদ্যে অনুবাদিত, মূল্য ৵১০ আনা।

এই সম্বন্ধে দুইজন কৃতবিদ্য লোক যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। টেষ্টবুক্ কমিটীর অনুমোদিত স্কুল পাঠ্য।

শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত হিতোপদেশ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পাঠ করিলাম। নীতি বিষয়ক সরল পদ্য গ্রন্থ বঙ্গ সাহিত্যে অতি বিরল। এজন্য সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ শুষ্কভাবে নীতিসূত্র শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়া যে অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয় তাহার সন্দেহ নাই। এই দুই বিষয় বিবেচনা করিলে, রাধিকা বাবুর গ্রন্থ অতি উপাদেয় সামগ্রী হইয়াছে। পুস্তকখানির ভাষা যেরূপ

সরল, কবিতা তেমনি মিষ্ট, ভাব মধুর ও ছাপা তেমনি পরিষ্কার। বালকবালিকাগণ ইহা পাঠে অতুল আনন্দ ও শিক্ষা লাভ করিবে। যাঁহারা বাঙ্গলা ও ইংরাজী স্কুলসমূহে পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা বোধ হয় রাধিকা বাবুর প্রণীত এই পুস্তক পাঠ করিলে নীতিশিক্ষার্থ পুস্তকের জন্য কষ্ট পাইবেন না। আমি ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিলাম এবং আশা করি গ্রন্থকর্ত্তা ক্রমে ক্রমে গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণ করিবেন। ইতি—

কলিকাতা
১১ ভাদ্র ১২৯৭

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন মজুদার এম্ এ, বি এল
প্রোফেসর রিপণ কলেজ, কলিকাতা।

রাধিকারমণ বাবু কৃত দ্বিতীয় ভাগ হিতোপদেশ পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। অনুবাদ সরল ও মধুর হইয়াছে। বালকগণকে গল্পচ্ছলে নীতি উপদেশ প্রদান বিষয়ে এই পুস্তক বিশেষ উপযোগী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইতি—

এসিয়াটিক সোসাইটী,
কলিকাতা
২১ ভাদ্র ১২৯৭

শ্রীহরিমোহন বিদ্যাভূষণ।

শ্রীমান্ পণ্ডিত রাধিকারমণ চট্টোপাধ্যায় ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন এই কারণ আমরা সকলেই শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় যে ইহাকে "প্রত্নতত্ত্ববিনোদ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন ; তাহাতে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি প্রদান করিতেছি ।

১৩০৫
২রা আষাঢ় ।

শ্রীশশধর শর্ম্মা ।
(তর্কচূড়ামণি)

স্মৃতিরত্ন—শ্রীশ্রীশ্বরধর্ম্মলঙ্কারাণাম্ ।
শিরোরত্নোপাধিক—
শ্রীঅঘোরনাথ শর্ম্মা ।
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মা,
পূর্ব্বস্থলী ।
শ্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্মা,
ভট্টপল্লী ।
শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা,
রাজারামপুর,
দিনাজপুর ।
শ্রীকৈলাশচন্দ্রশর্ম্মা-
সম্মনুতেঽমুমর্থম্ ।

শ্রীহৃদয়নাথ শর্ম্মা,
পূর্ব্বস্থলী ।

সম্মতিরত্র পণ্ডিতবিভবরামশর্ম্মণঃ । রাজকীয় বিদ্যাবিভাগে চিরমাশ্রিতেন ময়া অয়মুপাধের্যোগ্য ইত্যেব বক্তুং শক্যতে ইতি পণ্ডিতস্বামীরামমিশ্রশাস্ত্রী স্বাক্ষরকৃৎ প্রতিজানীতে ।

প্রাপ্তিস্থান—
১২০ নং রাধাবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,
এবং
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্ত-শাস্ত্রী প্রণীত

১। সরল হিন্দী শিক্ষা
(দ্বিতীয় সংস্করণ) ১।০
২। হিন্দী শব্দ ও অনুবাদ মালা ॥০
৩। হিন্দী সাহিত্য পাঠ
(প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী) ।০
৪। হিন্দী বাঙ্গলা অভিধান (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—নিগমাগম বুক ডিপো,
ভারতধর্ম্ম সিণ্ডিকেট্ লিমিটেড্, বেনারস সিটী.
এবং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।